# ‘ওয়াকফে নও’ শিশুদের
# পাঠ্য-বিষয়

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

প্রকাশনায় ঃ ওয়াকফে নও বিভাগ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ
৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

| প্রথম বাংলা সংস্করণ | ঃ | এপ্রিল, | ১৯৯৫ |
|---|---|---|---|
| দ্বিতীয় মুদ্রণ | ঃ | আগষ্ট, | ১৯৯৮ |
| তৃতীয় মুদ্রণ | ঃ | কার্তিক. | ১৪০৯ |
| | | সাবান, | ১৪২৩ |
| | | অক্টোবর, | ২০০২ |

২০০০ (দুই হাজার) কপি

মুদ্রণে ঃ ইন্টারকন এসোসিয়েটস্
১১/৪, টয়েনবি সার্কুলার রোড
ঢাকা-১০০০।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

# মুখবন্ধ

সারা বিশ্বে ইসলামের তবলীগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাত পালন করে যাচ্ছে। আর এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আহমদীয়া জামাতকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আহমদীয়তের দ্বিতীয় শতাব্দীতে এ মহান ও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ দায়িত্ব পালনে ওয়াকেফীনে নও শিশুরা বড় হয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এজন্যে তাদের তালীম ও তরবীয়তের বিরাট দায়িত্ব যুগপৎভাবে পিতামাতা ও জামাতী ব্যবস্থাপনার ওপরে বর্তায়। এ বিষয়ের প্রতি খুবই দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এসব শিশুদের তরবীয়ত ও চরিত্র গঠন এমন রঙ্গে করা উচিত যে, যখন এসব শিশু বড় হয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে তখন সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী যথাসময়ে তারা যেন সবদিক থেকে প্রস্তুত হয় এবং ওয়াকফের সত্যিকারের প্রাণকে সমুন্নত রেখে সেবা পালন করে। এ দিক থেকে এসব শিশু পিতা-মাতার নিকট খোদার পক্ষ থেকে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমানত হিসেবে অর্পিত। এদের সংরক্ষণের প্রতি খুব বেশি দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। এতদুদ্দেশ্যে পিতা-মাতার পথ-নির্দেশনার লক্ষ্যে ইতঃপূর্বে উর্দূ ও ইংরেজী ভাষায় কতিপয় পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এভাবেই ওকালতে ওয়াকফে নও ৬ বছর পর্যন্ত বয়সের ওয়াকফে নও শিশুদের জন্যে একটি পাঠ্য-বিষয় প্রণয়ন করেছিলেন এবং তা' পিতা-মাতাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল। এখন যেহেতু কতক শিশু ৭ বছর বয়সে পদার্পণ করছে এজন্যে সাত থেকে দশ বছর বয়সের বালক-বালিকাদের জন্যে একটি পাঠ্য-বিষয় প্রস্তুত করা হয়েছে। এর সাথে প্রথম পাঠ্য-বিষয়ও সংযোজিত করে দেয়া হয়েছে যেন পিতা-মাতা একই পুস্তিকায় গোটা পাঠ্য-বিষয় পেতে পারেন।

এ পাঠ্য-বিষয়ের প্রথম অংশে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক বছর পিতা-মাতাকে শিশুদের কী কী কথা শিখাতে হবে, দ্বিতীয় অংশে এসব কথার বিস্তারিতও সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে যেন পিতা-মাতার গোটা উপকরণ একবারে সহজলভ্য হয়। খোদাতাআলা করুন যেন এই পাঠ্য-বিষয় কল্যাণপ্রদ সাব্যস্ত হয় এবং পিতা-মাতা ও শিশু এথেকে সত্যিকারভাবে উপকার লাভ করে।

এ প্রসঙ্গে এই কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, এই পাঠ্য-বিষয়ই চূড়ান্ত বা শেষ কথা নয়। ইহা নিম্নতম মান। এতদনুযায়ী শিশুদেরকে যেন পড়ানো হয়। যদি শিশুরা এথেকে অধিক পাঠ করতে পারে আর তাদের মধ্যে এই যোগ্যতা থাকে যে, এসব বিষয় ব্যতিরেকেও ধর্মীয় জ্ঞান শিখতে পারে তাহলে তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করানো দরকার। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, পিতা-মাতা বা অন্যান্য শিক্ষক কেবল এ কথাকে যেন যথেষ্ট মনে না করেন যে, তাদের পাঠ্য-বিষয় মুখস্ত করানো হয়; বরং তাদের চেষ্টা এই হওয়া দরকার, এভাবে যেন পড়ানো হয় যে, শিশুরা এসব কথা

ভালভাবে বুঝে ও এভাবে তাদের মস্তিষ্কে প্রোথিত হয়ে যায় যেন তাদের স্বভাব ও রীতি-নীতিতে আত্মস্থ হয়ে যায়। এজন্যে ধৈর্য, উৎসাহ ও আদর-সোহাগ জরুরী বৈশিষ্ট্য। শিক্ষকদের মধ্যে এগুলো সৃষ্টি হওয়া দরকার। এসব বৈশিষ্ট্যাবলীর সুন্দরতম ও প্রাণবন্ত চিত্র আজকাল আহমদীয়া মুসলিম টেলিভিশনে প্রত্যক্ষ করা যায়, যখন কিনা সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আইঃ) নিজেই শিশুদের পড়াতে থাকেন। পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের উচিত তারা যেন স্বয়ং এসব প্রোগ্রাম দেখেন এবং হুযূর আনোয়ার (আইঃ)-এর পদ্ধতিসমূহকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করেন। শিশুদেরও বিশেষ করে ঐ অনুষ্ঠানগুলো যেন দেখানো হয়। পিতা-মাতার নিকট এ আবেদনও করা হচ্ছে, এ কথার জন্যে অপেক্ষা করবেন না যে, স্থানীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও এ ব্যাপারে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন যে, শিশুদের পাঠ্য-বিষয় পড়ানো আরম্ভ করুন। মৌলিকভাবে ইহা পিতা-মাতার দায়িত্ব। পিতা-মাতার উচিত শিশুদের ব্যক্তিগত ফাইলও যেন প্রস্তুত করেন। এর মধ্যে ধর্মীয় ও পার্থিব পড়াশুনার ক্রমোন্নতি যেন দেখানো হয়। আর প্রত্যেক মাসে নিজ নিজ জামাতের সেক্রেটারী ওয়াকফে নও-কে এর প্রতিবেদন দেন যেন তিনি তার জামাতের পূর্ণ প্রতিবেদন ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও-কে পাঠাতে পারেন। ন্যাশনাল সেক্রেটারী সাহেবান, ওয়াকফে নও-এর সমীপেও আবেদন এই যে, তারা যেন বিনা ব্যতিক্রমে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে থাকেন।

পরিশেষে খাকসার মোকাররম মোহতরম চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সাহেব, ওকীল, ওয়াকফে নও ও মোকাররম নাসের আহমদ তাহের সাহেব, মুরব্বী-এর শোকরিয়া আদায় করছি। এঁদের পরিশ্রমে এ পাঠ্য-বিষয় প্রস্তুত হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁদের উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

**ডাঃ শামীম আহমদ**
ইনচার্জ,
কেন্দ্রীয় ওয়াকফে নও বিভাগ
লন্ডন

তারিখ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ইং

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

# ভূমিকা

**‘ওয়াকফে নও’** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে’ (আইঃ)-এর এক যুগান্তকারী তাহরীক যার ফল ইলাহী জামা’ত অদূর ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। মহান আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিবেদিত কচি কচি পবিত্র শিশুদেরকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি মোতাবেক তৈরী করার লক্ষ্যে হুযূর আকদস (আইঃ) ক্রমাগতভাবে জামাতকে নির্দেশাদি দিয়ে চলেছেন। **‘ওয়াকফে নও নেসাব’**ও এর মধ্যে একটি। ওয়াককে নও-এর ওকীল সাহেবের নির্দেশানুযায়ী এ পুস্তকখানার বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে। বঙ্গানুবাদ করেছেন জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব। পুস্তকখানার বিষয়বস্তু ওয়াকফে নও-এর পিতা-মাতাকে যেমন সঠিক দিক-নির্দেশনা দিবে তেমনি ওয়াকফে নও শিশুরাও হুযূর আকদস (আইঃ)-এর ইচ্ছানুযায়ী গড়ে ওঠবে।

**‘নিসাব ওয়াক্‌ফে নও’** (১ থেকে ১০ বছর বয়সের শিশুদের জন্য) পুস্তকখানার প্রথম বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৫ইং সনে। ‘ওয়াকফে নও’ শিশু ছাড়াও এটি জামাতের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এবং নও মোবায়েইনদের তালীম-তরবিয়তের জন্য খুবই ফলপ্রসূ। ১৯৯৮ইং সনে এর ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বর্তমানে পুস্তকখানার ৩য় সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছে।

এ পুস্তকখানা প্রকাশে যে যেভাবে খেদমত করেছেন আল্লাহ্‌তাআলা সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন এই কামনা করছি, আমীন।

২৪ অক্টোবর, ২০০২ইং

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

# সূচীপত্র

# ‘ওয়াকফে নও’ শিশুদের পিতা-মাতার কর্মসূচী

* যেসব কথা পাঠ্য-বিষয়ে শিশুদেরকে শিখাবার জন্যে বলা হয়েছে ওগুলোকে কেবল মুখস্ত করানোকে যথেষ্ট মনে করা উচিত নয়। বরং শিশুদের অভ্যেসের মধ্যে ওগুলোকে প্রোথিত করে দিন। যেমন, শিশুরা যেন কেবল ‘জাযাকুমুল্লাহ্’ কথাটি মুখস্ত না রাখে বরং যখন এ কথা বলার সুযোগ হয় যেমন, তাদেরকে কোন জিনিষ দেয়া হলে তখন যেন তাদের ‘জাযাকুমুল্লাহ্’ বলার অভ্যেস হয়।
* শিশুদের জন্যে নিজেরাও দোয়া করতে থাকুন, তাদেরকেও দোয়া করতে শিখান। তাদেরকে দোয়াকারী শিশুতে পরিণত করুন।
* ঘরে ‘আস্‌সালামু আলায়কুম’, ‘জাযাকুমুল্লাহ্’, ‘মাশাআল্লাহ্’, ‘বিসমিল্লাহ্’, ‘আল্‌হামদুলিল্লাহ্’, ‘ইনশাআল্লাহ্’, ইন্নালিল্লাহ্’, ‘সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম’ প্রভৃতি ইসলামী পরিভাষা প্রচলন করুন।
* ঘরে সকাল সকাল ঘুমুতে যাওয়ার ও খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠার রীতি প্রচলন করুন।
* সময় মত নামায পড়ার চেষ্টা করুন।
* প্রত্যহ শিশুদের সামনে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করুন এবং তাদেরকেও তেলাওয়াত করতে বা কায়দা পড়তে অভ্যেস করান।
* শিশুদেরকে ওয়াকফে নও-এর ক্লাসগুলোতে রীতিমত অংশগ্রহণ করান।
* ওয়াকফে নও শিশুদের স্থানীয় মাসিক সভায় পিতা-মাতা উভয়েই যেন যোগদান করেন এবং শিশুদেরকেও যোগদান করান।
* ওয়াকফে নও-এর ব্যাপারে যদি আপনার দায়িত্বে জামা’তের ব্যবস্থাপনা থেকে কোন কর্তব্য অর্পণ করা হয় তাহলে তা আনন্দের সাথে পালন করুন কেননা, ইহা একটি মহা সৌভাগ্য।
* শিশুদেরকে ভাষাসমূহ শিখানোর প্রতি এখন থেকেই মনোযোগ দিন। উর্দূ, আরবী ও স্থানীয় ভাষা শিক্ষা করা প্রত্যেক শিশুর জন্যে অবশ্য কর্তব্য। এতদ্ব্যতিরেকে আরও একটি ভাষা যেমন, ইংরেজী, স্পেনিশ, ফ্রান্স প্রভৃতি যা আপনি শিখাতে পারেন, শিখান।
* শিশুকে এমন সকল আর্থিক কুরবানীর তাহরীকসমূহে অংশগ্রহণ করান যেগুলোতে অংশ নেয়া তাদের জন্যে জরুরী যেমন, তাহারীকে জাদীদ,

ওয়াকফে জাদীদ প্রভৃতি। এমনকি তাদের হাত দ্বারাই চাঁদা দেয়ার অভ্যেস করান।

* শিশুদেরকে স্কুলের সাধারণ পড়াশুনা আর এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে সাথে হিসেব নিতে থাকুন যে, আপনার শিশু পাঠ্য-বিষয় ও পাঠ্য-বিষয় বহির্ভূত বিষয়াদিতে ( যেমন, সাহিত্য-আসর ও খেলাধূলা প্রভৃতি ) কী পরিমাণ অংশ নিচ্ছে। সর্বদা তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে থাকুন। এমনকি শিশুর বন্ধু নির্বাচনেও সাহায্য করুন।

* ওয়াকফে নও প্রসঙ্গে প্রিয় খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আই:)-এর প্রকাশিতব্য বক্তৃতা, প্রবন্ধ, উদ্ধৃতি, ঘোষণা প্রভৃতিগুলোকে ধারাবাহিকতার সাথে পাঠ করতে থাকুন। বিশেষ করে আল্‌ ফযল, তশহিযুল আযহান (বাংলাদেশের জন্যে পাক্ষিক আহমদী ও মাসিক আহ্‌বান-অনুবাদক) পাঠ করা উপকারী হবে।

* প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' আইয়্যাদাহুল্লাহুতা'লা-এর নিকট দোয়ার জন্যে পত্র লিখতে থাকুন এবং যদি সম্ভব হয় শিশুকে দিয়েও লিখাবার ব্যবস্থা করুন।

* শিশুদেরকে অবশ্যই গল্প ও কিস্‌সা কাহিনী শুনান; কিন্তু এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখুন যে, কাহিনী যেন গঠনমূলক হয়। এমন কি যদি শিশু নিজে নিজে পড়ার যোগ্য হয় তাহলে তাকে ভাল ভাল গল্পের বই নির্বাচন করে দিন। শিশু কী পাঠ করে, সে সম্বন্ধেও আপনার জানা থাকা দরকার।

* শিশুর মধ্যে সময় নিষ্ঠার অভ্যেস গড়ে তুলুন। আর তার খাবারও নির্ধারিত সময়ে ও পরিমিত পরিমাণে হতে হবে।

* শিশুদেরকে আনুগত্যের অভ্যেস করান। যখন তাদেরকে কোন কথা বা কাজ থেকে নিষেধ করা হয় তখন তারা যেন বিরত হয়ে যায়; কিন্তু আদর ও কোমলতার খেয়াল যেন অবশ্যি রাখা হয়।

* শিশুদেরকে সহযোগিতা ও স্বেচ্ছাশ্রমের শিক্ষা দিন। তাদেরকে কিছু জিনিসের মালিক বানিয়ে দিন আর এথেকে অন্যদেরকে দান করার জন্যে তাদেরকে উৎসাহ দিন। এতদ্বারা তাদের মধ্যে সদকা, খয়রাত, আত্মীয়-স্বজন ও গরীবদেরকে সাহায্য করার গুণও সৃষ্টি হবে।

* শিশুদেরকে বলুন যে, তারা ওয়াকফে নও-এর মোজাহেদ (সৈনিক) আর পুণ্যবান ও উত্তম শিশু। এমন কি ধর্মের প্রতি ভালবাসার সাথে সাথে শিশুদের অন্তরে মাতৃভূমির প্রতিও অনুরাগ সৃষ্টি করুন।

* শিশুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। এতদুদ্দেশ্যে ঘর, গলি, মহল্লা এবং পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখুন।
* শিশুদেরকে খুব বেশী বেশী চুমু ইত্যাদি খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। কেননা, এথেকেও অনেক অন্যায় ও অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে।
* শিশুদেরকে কখনও উলঙ্গ রাখবেন না। তাদেরকে ঋতু অনুযায়ী পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করান।
* শিশুদের মধ্যে আপনাদের অগোচরে খেলা-ধূলার পরিবর্তে আপনাদের সামনে বসে খেলা-ধূলা করার অভ্যেস গড়ে তুলুন।
* বছরে কমপক্ষে একবার শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান জরুরী। আর প্রতিষেধক টিকাগুলো যথাসময়ে অবশ্যিই লাগিয়ে নিন।
* শিশুদেরকে প্রত্যেক দিন দাঁত পরিষ্কার করার এবং হালকা ধরনের ব্যায়াম করার অভ্যেস করান।
* শিশুর জন্যে একটি ফাইল প্রস্তুত করুন যাতে শিশুর সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার কাগজপত্র যেমন, জন্মের সার্টিফিকেট, 'খ' ফরম, প্রতিষেধক টিকাসমূহের রেকর্ড, ওয়াকফে নও হিসেবে মঞ্জুরীর পত্র প্রভৃতি সংরক্ষিত থাকবে। এমনকি ফাইলে ক্রমোন্নতি সম্বলিত প্রতিবেদন রাখা হোক যে, আজ সে ইয়াস্সারনাল কুরআন পড়া শেষ করলো, আজ নামায শেখা শেষ করলো, আজ ক্লাসে এত নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হলো ইত্যাদি। এই ফাইল ওয়াকফে নও-এর সেক্রেটারী সাহেবের নিকট রাখুন। যদি আপনি ঠিকানা পরিবর্তন করেন তাহলে উক্ত ফাইলটি পরবর্তী জামাতের সেক্রেটারী ওয়াকফে নও-এর নিকট সোপর্দ করুন। আপনি আপনার নিকট সংরক্ষিত শিশুর সর্বপ্রকার কাগজপত্রের নকল সাথে সাথে কেন্দ্রে পাঠাতে থাকুন যেন কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট ফাইলটিও সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত রাখা যায়।
* শিশুদের তা'লীম ও তরবীয়তের ব্যাপারে মধ্যম পথ অবলম্বন করুন, কাঠিন্য ও শক্তি প্রয়োগ যেন না করা হয়; আর খুব বেশী আদরও যেন না করা হয় যাতে শিশুদের স্বভাব নষ্ট হয়ে যায়।
* শিশুদের তরবীয়ত নিজেদের ব্যক্তিগত কর্ম ও নমুনা দ্বারা করুন। যা আপনাদের শিশুর মধ্যে সৃষ্টি করতে চান তা আপনাদের মধ্যে আগে সৃষ্টি করুন। শিশুরা আপনাদের আদর্শ দেখে তা শিখে নেবে।

## এক থেকে দু'বছর বয়সের শিশুদের জন্যে

পিতা-মাতা ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অবলম্বন করার চেষ্টা করবেন ঃ

* প্রত্যেক কাজ আরম্ভ করার পূর্বে শিশুর সামনে জোরে **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম** পড়বেন।
* সময় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দোয়াগুলো জোরে পাঠ করবেন, যেমন, খাবার শুরু করার পূর্বে **বিসমিল্লাহে ওয়া 'আলা বারাকাতিল্লাহ্**। খাবার শেষ করে **আলহামদুলিল্লাহিল্লাযি আত্ব'অমানা ওয়া সাকানা ওয়া জা'আলানা মিনাল মুসলেমীন** দোয়াগুলো পাঠ করুন।
* আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্-এর নাম উচ্চারিত হলে **সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম** জোরে বলা দরকার।
* প্রত্যেক দিন শিশুদের সামনে কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করুন।

## দুই থেকে তিন বছর বয়সের শিশুদের জন্যে

**প্রথম ছয় মাসেঃ** যখনই শিশু কোন কাজ শুরু করে তখন **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম** পড়বে।

* শিশু যার সাথেই সাক্ষাৎ করে **আস্‌সালামু আলায়কুম** বলবে। ছেলেরা বড়দের সাথে উভয় হাত দ্বারা মোসাফাহা করবে, মেয়েরা সেক্ষেত্রে কেবল বড়দের আদর নেবে।
* শিশু খাবার খাওয়ার পরে **আলহামদুলিল্লাহ্** বলবে। যদি কোন জিনিষ তাকে দেয়া হয় তাহলে **জাযাকুমুল্লাহ্** বলবে। যদি কোন ভুল হয়ে যায় তাহলে **আস্‌তাগফিরুল্লাহ্** বলবে।
* শিশুর মস্তিষ্কে একথা প্রোথিত করে দিন যে, বিশ্ব-জগতের প্রতিটি বস্তু আল্লাহ্'তালা তার আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন। এমন কি ইহা শিখিয়ে দিন যে, আমি ওয়াকফে নও-এর মুজাহিদ এবং পুণ্যবান ও উত্তম শিশু।

**পরবর্তী ছয় মাসেঃ** ডান হাতে জিনিস নেয়া ও দেয়ার ব্যাপারে সুঅভ্যেস গঠন করে দিন, এমন কি ইহাও শিখিয়ে দিন যে, ডান হাতে ভাল ভাল কাজ করবে সেক্ষেত্রে পবিত্রতার ও নাক প্রভৃতি পরিষ্কার করার কাজ বাম হাতে করবে।

* শিশুকে কিছু টাকা পয়সা বা জিনিষের মালিক করে দিন এবং ওগুলো থেকে অন্যদের দেবার জন্যে উৎসাহিত করুন।
* শিশুকে এমন সব খেলা খেলতে দিন যদ্বারা তার মেধার উন্নতি ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটে।
* শিশুকে শিখান যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামই আমাদের প্রিয় রসূল। তাকে কলেমা তাইয়্যেবাহ্-**লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্** শিখান।
* তাকে শিখান যে, আমাদের প্রিয় খলীফার নাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (আইঃ)। তিনি এখন লন্ডনে থাকেন।

## তিন থেকে চার বছর বয়সের শিশুদের জন্যে

**প্রথম ছয় মাসঃ** শিশুকে শিখান যে, কুরআন মজীদ আল্লাহ্‌র কিতাব (পুস্তক)। কায়েদা ইয়াস্সারনাল কুরআন পড়ান আরম্ভ করুন এবং কায়েদা ইয়াস্সারনাল কুরআন পড়ান আরম্ভ করার পূর্বে **আ'উযু বিল্লাহে মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম - বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম** পাঠ করান।

* সকল আরবী অক্ষরগুলোকে চিনিয়ে দিন। খাবার আরম্ভ করার দোয়াটি **বিস্মিল্লাহে ওয়া 'আলা বারাকাতিল্লাহ্** শিখান। খাবার শেষ করে পড়তে হয় এ দোয়াটি শিখান।
* নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খলীফাগণের নাম শিখান হযরত আবূ বকর (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ), হযরত উসমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)। (মৃত সাহাবীগণের নাম উচ্চারণ করলে আমরা **রাযিয়াল্লাহুতা'আলা 'আনহু** পাঠ করে থাকি। সংক্ষেপে একে (রাঃ) লেখা হয়-অনুবাদক)
* শিশুকে শিখান যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী।

**পরবর্তী ছয় মাসেঃ** আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) তাঁর চতুর্থ খলীফা।

* হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রথম দু'জন খলীফার নাম মুখস্ত করানঃ
  (১) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল হেকিম মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ)

(২) হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহ্মুদ আহ্মদ সাহেব (রাঃ)

* পরবর্তী দু'জন খলীফার নাম মুখস্ত করানঃ

(১) হযরত মির্যা নাসের আহ্মদ সাহেব (রাহেঃ)

(২) হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (আইঃ)

* হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এবং তাঁর খলীফাগণের ফটোর সাথে পরিচিত করান।

* তাকে সৃষ্টিকারী সত্তার পরিচয় দিন। তাকে বলুন যে, আমাদেরকে আল্লাহ্তা'লা সৃষ্টি করেছেন। এই যে আকাশে মনোরম চাঁদ তা-ও আল্লাহ্তা'লাই সৃষ্টি করেছেন। রাতে আকাশে উজ্জ্বল তারকাগুলোকেও আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন। শিশুর হাতে কোন ফল যেমন, আম, কলা প্রভৃতি থাকলে তাকে বলুন তার হাতে যে ফলগুলো রয়েছে তা-ও আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন।

এসব কিছু আল্লাহ্তা'লা আমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন কেননা, তিনি আমাদেরকে খুউব ভালবাসেন। এ রকম মোটা মোটা কথাগুলোর সাথে শিশুদেরকে পরিচিত করান যেন তাদের জানার ইচ্ছে জাগে আর তারা ক্রমে ক্রমে তরবীয়তের সিঁড়ি অতিক্রম করে। শিশুর প্রতিটি প্রশ্নের উপযুক্ত ও সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করুন। (টীকা- এ বছর কায়েদা ইয়াস্সারনাল কুরআনের প্রথম অংশ অর্থাৎ ছোট কায়েদা পড়ান শেষ করা উচিত)।

## চার থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদের জন্যে

**প্রথম ছয় মাসেঃ** এ বছর কায়েদা ইয়াস্সারনাল কুরআন পড়ান সমাপ্ত করুন। সাদাসিদেভাবে নামায পড়া শিখানো শেষ করুন।

* নামাযের নাম ও ওয়াক্তগুলো মুখস্ত করান।

* শোবার সময়ের দোয়াটি মুখস্ত করান–

**আল্লাহুম্মা বিস্মেকা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া।** শিশুদেরকে অভ্যেস করান যেন তারা শোবার সময়ে এ দোয়াটি পাঠ করে।

* ঘুম থেকে জাগার সময়ের দোয়াটি মুখস্ত করান আর তাদেরকে জাগার সময়ে ঐ দোয়াটি পাঠ করার অভ্যেস করান– **আল্হামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলায়হেন্নুশূর।**

* প্রত্যেক দিন দাঁত পরিষ্কার করার জন্যে শিশুদেরকে অভ্যেস করান। আর রীতিমত হাল্কা ধরনের ব্যায়াম করান।
* নযম মুখস্ত করান– কভী নুসরৎ নেহী মিলতি দারে মাওলা সে গান্দঁও কো-- (এ পুস্তকের ৪৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)
* হাদীস শিখান– **খায়রুয্ যাদেত্তাক্ওয়া**– সবচে' উত্তম পাথেয় তাক্ওয়া (খোদা-ভীতি)।

**পরবর্তী ছয় মাসেঃ** তারানা আতফাল (আতফালের সঙ্গীত)–এর তিন তিনটি পঙ্ক্তি প্রত্যেক মাসে মুখস্ত করান। (এ পুস্তকের ৬১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

* হাদীস শিখান –**আল্ গিনা গিনান্নাফসি**– অর্থঃ– প্রকৃত সম্পদ ও সমৃদ্ধি হলো হৃদয়ের সম্পদ ও সমৃদ্ধি।
* হাদীস শিখান– **ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যত**- অর্থঃ– নিশ্চয় কাজের গুণাগুণ নিয়্যত বা সংকল্পের ওপরে নির্ভরশীল।

## পাঁচ থেকে ছয় বছর বয়সের শিশুদের জন্যে

* এ বছর শিশুকে কুরআন মজীদের কমপক্ষে দু'টি পারা পড়ান।
* প্রত্যেক মাসে পিতা-মাতার সাথে সাথে শিশুও নিজ হাতে হুযূর (আইঃ)-এর নিকট পত্র লিখতে আরম্ভ করবে; এক আধটি বাক্যই হোক না কেন।
* শিশুকে বিশ্ব-জগৎ সম্বন্ধে পরিচয় করান। যেমন, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বিভিন্ন জিনিসের পরিচয় দিন।

**প্রথম ছয় মাসেঃ** পিতা-মাতার জন্যে শিশুকে এই দোয়া করা শিখান-**রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানী সাগীরা**।

* 'আযান' মুখস্ত করান। সম্ভব হলে শিশু প্রত্যেক দিন রেডিও ও টি, ভি তে 'আযান' শুনবে আর সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করবে।
* মসজিদে প্রবেশ করার দোয়াটি শিখান এবং শিশু যেন মসজিদে প্রবেশ করার সময় এ দোয়াটি পাঠ করে-**আল্লাহুম্মাফ্তাহ্লী আবওয়াবা রাহমাতিকা**।
* মসজিদ থেকে বের হবার সময়ের দোয়াটি শিখান এবং শিশু যেন মসজিদ থেকে বের হবার সময়ে এ দোয়াটি পাঠ করে–**আল্লাহুম্মাফ্তাহ্লী আবওয়াবা ফাযলিকা**।

* এ দোয়াটি শিখান–**রাব্বি যিদ্‌নী 'ইলমান।**

* তাকে শিখান যে, আমাদের প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আব্বুর নাম হযরত আব্দুল্লাহ্ ও আম্মুর নাম হযরত আমেনা। তিনি বর্তমান সৌদি আরবের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

**পরবর্তী ছয় মাসের জন্যেঃ** শিশুকে শিখান যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আব্বুর নাম হযরত মির্যা গোলাম মুর্তযা আর আম্মুর নাম হযরত চেরাগ বিবি। তিনি ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

* সূরা কাওসার মুখস্ত করান-সূরা ফাতেহার অর্থ মুখস্ত করান। (এ পুস্তকের ৪১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

* সূরা 'আসর মুখস্ত করান। (এ পুস্তকের ৪০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

* হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর নযমটি মুখস্ত করান-হো ফযল তেরা ইয়া রব্ব ইয়া কোই ইবতেলা হো...... (এ পুস্তকের ৪৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

## ছয় থেকে সাত বছর বয়সের শিশুদের জন্যে

(আপনারা এসব বিষয়াদি গত পাঠ্য–বিষয়ে মুখস্ত করিয়ে এসেছেন। এ বছরটি গত পাঠ্য–বিষয়ের পুনরাবৃত্তির বছর)

**প্রথম ছয় মাসেঃ** নিম্নোক্ত দোয়াগুলো স্মরণ করান আর সময়মত সংশ্লিষ্ট দোয়াটি পাঠ করার অভ্যেস করান।

খাবার আরম্ভ করার পূর্বের দোয়া–**বিস্‌মিল্লাহে ওয়া 'আলা বারাকাতিল্লাহ্**
[অর্থঃ– আল্লাহ্‌র নামে (খাবার খাচ্ছি) আর তাঁর কল্যাণ কামনা করছি।]

* খাবার শেষ করে দোয়া-**আলহামদুলিল্লাহিল্লাযি আত্'অমানা ওয়া সাকানা ওয়া জা'আলানা মিনাল মুসলেমীন** - (অর্থঃ– সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন ও পান করিয়েছেন আর আমাদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।)

* শোবার সময়ের দোয়াঃ **আল্লাহুম্মা বিস্‌মিকা আমূতু ওয়া আহ্‌ইয়া** - (অর্থঃ– হে আল্লাহ্! তোমার নামে মারা যাই ও জীবিত হই)।

* ঘুম থেকে জেগে দোয়াঃ **আল্‌হামদুলিল্লাহিল্লাযী আহ্‌ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলায়হেন্নুশূর**-(অর্থঃ– সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের

মৃত্যুর পরে জীবিত করেছেন আর তাঁর দিকেই পুনরুত্থান হবে।)

* পিতা-মাতার জন্যে দোয়া-**রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানী সাগীরা**-[অর্থঃ- হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তাঁদের (পিতা-মাতা) উভয়ের প্রতি করুণা করো যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে (করুণাভরে) প্রতিপালন করেছেন।]

* আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চারজন খলীফার নাম স্মরণ করান, যাঁদেরকে খুলাফায়ে রাশেদীন (সঠিক পথ-প্রাপ্ত) বলে ঃ

  (১) হযরত আবু বকর (রাঃ)

  (২) হযরত উমর (রাঃ)

  (৩) হযরত উসমান (রাঃ)

  (৪) হযরত আলী (রাঃ)

* হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর চারজন খলীফার নাম স্মরণ করান-

  (১) হযরত হেকিম মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেব (রাঃ)

  (২) হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহ্মদ সাহেব (রাঃ)

  (৩) হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব (রাহঃ)

  (৪) হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব (আইঃ)

* নামাযের নাম, রাকা'আত ও ওয়াক্তসমূহের নাম মুখস্ত করান। (এ পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

* সাদাসিদে নামায 'আত্তাহিয়্যাত'-এর আগ পর্যন্ত মুখস্ত করান। (এ পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

* কুরআন মজীদ নাযেরা (দেখে দেখে) পড়ান আরম্ভ করুন। যদি ইয়াস্সারনাল কুরআন পড়ান শেষ হয়ে গিয়ে না থাকে তা'হলে তা শেষ করান।

* হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খলীফাগণের ছবিগুলো পরিচিত করান।

* আপনার বাড়ীর ঠিকানা সম্বন্ধে শিখান। আর পিতা-মাতা তাদের নাম, দাদা ও নানার নাম মুখস্থ করান।

**পরবর্তী ছয় মাসের জন্যেঃ** নিম্নোক্ত সূরা ও হাদীসগুলো স্মরণ করান।

  (১) সূরা কাওসার (এ পুস্তকের ৪১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

(২) সূরা 'আসর (এ পুস্তকের ৪০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

(৩) সূরা ইখলাস (এ পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

**ইন্নামাল 'আমালু বিন্নিয়্যত**-(অর্থঃ– নিশ্চয় কাজের গুণাগুণ নিয়্যত বা সংকল্পের ওপরে নির্ভরশীল)

**আল্ গিনা গিনান্নাফসি** (অর্থঃ প্রকৃত সম্পদ ও সমৃদ্ধি হলো হৃদয়ের সম্পদ ও সমৃদ্ধি)

* দোয়াটি শিখান – **রাব্বি যিদ্‌নী ইল্‌মা**–( অর্থঃ- হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞানে বৃদ্ধি করে দাও)। শিশুরা পরীক্ষায় প্রশ্নোত্তর দেবার পূর্বেও এ দোয়াটি পাঠ করবে।

নিম্নোক্ত নযমগুলো স্মরণ করান–

* তারানা আতফাল (এ পুস্তকের -৬১ পৃষ্ঠায় দেখুন)
* কাভি নুসরৎ নেহী মিলতি দারে মাওলা সে গান্দঁও কো (এ পুস্তকের ৪৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)
* হো ফয্‌ল তেরা ইয়া রাব্ব্ ইয়া কোই ইবতেলা হো (এ পুস্তকের ৪৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)
* সাদাসিদা পূরো নামায পড়তে শিখান। (এ পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

## সাত থেকে আট বছর বয়সের শিশুদের জন্যে

* পিতা নিজ শিশুকে নামাযের জন্যে মসজিদে নিয়ে যাওয়া আরম্ভ করবেন।
* কুরআন মজীদের প্রথম দশ পারা পড়ানো শেষ করুন।
* ছেলেদেরকে **আতফালুল আহ্‌মদীয়া** আর মেয়েদেরকে **নাসেরাতুল আহ্‌মদীয়া** সংগঠনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করান।
* যদি সম্ভব হয় এ বছর শিশুকে দিয়ে একটি রোযা রাখান।

**প্রথম ছয় মাসের জন্যেঃ** ওযূ করার পদ্ধতি শিখান। (এ পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

* ওযূর দোয়া শিখান-**আল্লাহুম্মাজ্‌'আলনী মিনাত্তাওওয়াবীনা ওয়াজ'আলনী মিনাল মুতাতাহ্‌হেরীন**।
* মসজিদের আদব-কায়দা শিখান। (এ পুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)
* অর্থসহ হাদীস শিখান-**সিবাবুল মুসলেমে ফুসূকুন**- অর্থঃ–গালি দেয়া

মুসলমানের জন্যে বড়ই অপরাধ।

* আতফাল ও নাসেরাতের 'আহাদ নামা' (প্রতিজ্ঞা-পত্র) মুখস্ত করান (এ পুস্তকের ৬০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

নযম মুখস্ত করান - **কুরআন সব সে আচ্ছা কুরআন সব সে পেয়ারা**------------ (এ পুস্তকের ৪৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

**পরবর্তী ছয় মাসের জন্যেঃ** নামায পড়ার পদ্ধতি শিখান।

(এ পুস্তকের ২২ থেকে ৩৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

* সূরা ফালাক ও সূরা নাস মুখস্ত করান। (এ পুস্তকের ৪২ ও ৪৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

* নামায পড়ার আদব-কায়দা শিখান। (এ পুস্তকের ৪৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

* খাবার আদব-কায়দা শিখান। (এ পুস্তকের ৪৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

* অনুবাদসহ হাদীস শিখান-**মাল্লাইয়ারহাম ওয়ালা ইউরহাম**- অর্থঃ–যে করুণা করে না তার প্রতি করুণা করা হবে না।

* বারীতা'লা (আল্লাহ্‌তা'লা)-এর চারটি গুণবাচক নাম মুখস্ত করান। এতদনুযায়ী কাজ করার ও দোয়া করার জন্যে শিক্ষা দিনঃ

(১) **রাব্বুল 'আলামীন**
সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক

(২) **আর্‌রহমান**
অযাচিত-অসীম দাতা

(৩) **আর্‌রাহীম**
পরম দয়াময়

(৪) **মালেকে ইয়াওমেদ্দীন**
বিচার দিনের কর্তা বা মালিক

## আট থেকে ন'বছর বয়সের শিশুদের জন্যে

* এ বছর যদি সম্ভব হয় তাহলে শিশুকে দিয়ে একটি রোযা রাখান।

**প্রথম ছয় মাসঃ** অনুবাদসহ হাদীসটি শিখান–

**খায়রুকুম মান তা'আল্লামাল কুরআনা ওয়া 'আল্লামাহু**- অর্থঃ–তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যিদি নিজে কুরআন শিখেন ও অন্যকে শিখান।

নামাযের অর্থ "আত্তাহিয়্যাত" পর্যন্ত শিখান (এ পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠা থেকে ৩২ পৃষ্ঠা দেখুন)

* সূরা বাকারার পাঁচ আয়াত পর্যন্ত মুখস্ত করান। (এ পুস্তকের ৩৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)
* হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইলহামটি শিখান **আলায়সাল্লাহু বেকাফিন আবদাহূ-অর্থঃ-** আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্যে যথেষ্ট নন?
* সভার আদব-কায়দা শিখান। ( এ পুস্তকের ৪৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)
* সূরা ইখলাসের অনুবাদ শিখান। (এ পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় দেখুন)
* কুরআন করীম নাযেরা (দেখে দেখে পড়া) ২০ পারা পর্যন্ত শেষ করান।
* আয়াতুল কুরসী মুখস্ত করান। (সূরা বাকারার ২৫৬ আয়াত-অনুবাদক) **পরবর্তী ছয় মাসেঃ** নামাযের অনুবাদ শিখান শেষ করুন। (এ পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠা থেকে ৩৩ পৃষ্ঠা দেখুন)
* স্কুলের ও ঘরের আদব-কায়দা শিখান। ( এ পুস্তকের ৫১ পৃষ্ঠা থেকে ৫৩ পৃষ্ঠা দেখুন)
* কুরআন মজীদ নাযেরা (দেখে দেখে পড়া) শেষ করুন।
* অর্থসহ হাদীসটি শিখান-**আল্‌হায়াউ খায়রুন কুল্লুহূ**- অর্থঃ- লজ্জাশীলতায় সর্বৈব কল্যাণ।
* ইলহামটি মুখস্ত করান-**"ম্যায় তেরী তবলীগকো যমীন কে কিনারোঁ তক পহ্চাউঙ্গা।"** অর্থঃ-আমি তোমার প্রচারকে ভূ-পৃষ্ঠের কোণে কোণে পৌঁছাব।
* সূরা কাওসারের অর্থ শিখান। (এ পুস্তকের ৪১ পৃষ্ঠায় দেখুন)।
* সূরা বাকারার প্রথম ১০টি আয়াত মুখস্ত করান। (এ পুস্তকের ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

'আল্লাহ্‌তা'লার ছ'টি গুণবাচক নাম মুখস্ত করিয়ে এতদনুযায়ী কাজ করান ও দোয়া করার জন্যে শিক্ষা দিনঃ

(১) **আল্‌গাফ্‌ফার**
অতীব ক্ষমাশীল

(২) **আল্ 'আলীমু**
অতীব জ্ঞানী

(৩) **আস্ সামীয়ু**
সর্বশ্রোতা

(৪) **আশ্ শাফী**
আরোগ্য দানকারী

(৫) **আত্‌তাওওয়াব**
বার বার ক্ষমার দৃষ্টি প্রদানকারী

(৬) **আল্ হাকীম**
অতীব প্রজ্ঞাময়

# ন' থেকে দশ বছর বয়সের শিশুদের জন্যে

* বা-জামা'আত নামাযে যোগদানের ওপরে জোর দিন।
* এ বছর যদি সম্ভব হয় তাহলে শিশুকে দিয়ে দু'টি রোযা রাখান।
* শিশুকে সাইকেল চালানো শিখান।

**প্রথম ছয় মাসেঃ** ওযূর দোয়ার অর্থ শিখান-

**আল্লাহুম্মাজ' আলনী মিনাত্তাওওয়াবীনা ওয়াজ্'আলনী মিনাল মুতাতাহ্-হেরীন-** অর্থঃ- হে আমার আল্লাহ্! আমাকে তওবাকারীগণের এবং পবিত্রতা অবলম্বনকারীগণের অন্তর্ভুক্ত করো।

* হাদীস অর্থসহ শিখান- **আস্সা'ঈদু মাউঁইযা বেগায়রিহী-** অর্থঃ- সৌভাগ্যবান ও পুণ্যবান তিনিই যিনি অন্যের নিকট থেকে উপদেশ অর্জন করেন।
* দোয়ায়ে কুনূত মুখস্ত করান। (এ পুস্তকের ৩৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)।
* রাস্তায় চলার আদব-কায়দা শিখান। (এ পুস্তকের ৫৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)।
* সূরা 'আসরের অনুবাদ শিখান। (এ পুস্তকের ৪০ পৃষ্ঠায় দেখুন)।
* কামিয়াবী কি রাহেঁ পুস্তকের প্রথম অংশ পাঠ করান।
* সূরা বাকারা এর প্রথম ১৭টি আয়াত মুখস্ত করান। (এ পুস্তকের ৩৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)।

আল্লাহ্তা'লার পাচঁটি গুণবাচক নাম মুখস্ত করিয়ে এতদনুযায়ী কাজ করা ও দোয়া করা শিখানঃ

(১) **আস্ সালামু**
শান্তি দাতা

(২) **আল্ মু'মেনু**
নিরাপত্তা দাতা

(৩) **আল্ মুহায়মেনু**
আশ্রয় দাতা

(৪) **আর্ রায্যাকু**
রিয্ক দাতা

(৫) **আল্ 'আযীমু**
অতীব মহান

**পরবর্তী ছয় মাসেঃ** ভ্রমণে যাওয়ার আদব-কায়দা শিখান (এ পুস্তকের ৫৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

* সূরা ফালাক ও সূরা নাস-এর অর্থ শিখান। (এ পুস্তকের ৪২ ও ৪৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

* অর্থসহ হাদীসটি শিখান-লায়সাল খাবারু কাল মু'আ'ইয়ানাতে–
  অর্থঃ– শোনা কথা দেখার মত নয়।
* তায়াম্মুম-এর পদ্ধতি শিখান। (এ পুস্তকের ৩৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)
* কামিয়াবী কি রাহেঁ-এর দ্বিতীয় অংশ পাঠ করান।
* জানাযার নামাযের দোয়া মুখস্ত করান। (এ পুস্তকের ৩৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)
* সূরা ফীল মুখস্ত করান। (এ পুস্তকের ৪০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

## বিস্তারিত পাঠ্য–বিষয়

* পাঠ্য-বিষয়ে আলোচ্য নির্দেশাবলীর বিস্তারিত বিবরণ মোটামুটিভাবে উপস্থাপন করা হলো। কিন্তু ইহাই শেষ নয়। আর কোন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি একই স্থানে পরিবেষ্টিত হয়ে বসে যেতে পারে না। এজন্যে পিতা-মাতাকে এবং ওয়াকফে নও শিশুদেরকে আরও বিভিন্ন পুস্তকের সাহায্যে নিজেদের জ্ঞানের পরিধিকে বাড়াতে থাকা উচিত।

  ওকালতে ওয়াকফে নও কর্তৃকও কতিপয় পুস্তক প্রস্তাব করা হয়েছে। এগুলো পাঠ করলেও ওয়াকফে নও শিশুদের তা'লীম ও তরবীয়তের কাজে সহায়ক হবে। মিনহাজুত্তালেবীন, বাচ্চুঁ কি পারবারিশ (শিশু-পালন), কর না কর, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) আওর বাচ্চে, পেয়ারে রসূল (সাঃ) কী পেয়ারে বাতেঁ' কোঁপল (নতুন কুড়ি), গুন্চা (ফুল-কুড়ি), গুল (ফুল), গুলদাস্তা, কামিয়াবী কী রাহেঁ (চার খন্ড), হেকায়াতে শীরী, ওকা'আতে শীরী, হায়াতে নূরুদ্দীন, মেরে বাচপান কে দিন। (এসব পুস্তকাদি ওকালতে ওয়াকফে নও-এর অফিসে একস্থান থেকেই পাওয়া যেতে পারে)।

  এমনকি জামা'তের বিভিন্ন বিভাগের স্টল যেমন, লাজনা ইমাইল্লাহ্ পাকিস্তানের অফিস, নেযারতে ইশা'আত-এর অফিস, খোদ্দামুল আহমদীয়া পাকিস্তানের অফিস এবং লাজনা ইমাইল্লাহ, করাচী এর অফিস থেকেও আলাদা আলাদাভাবে এসব পুস্তকাদি সংগ্রহ করা যেতে পারে।

## নামাযের ওয়াক্ত ও রাকা'আত সম্বলিত নক্‌শা

| নামাযের নাম | ফরযের পূর্বে সুন্নত | ফরয | ফরযের পর সুন্নত | ওয়াজিব | ওয়াক্তের সময়সীমা |
|---|---|---|---|---|---|
| ফজর | ২ | ২ | - | - | উষার আলো দেখা দেয়া থেকে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত। |
| যোহর | ৪ | ৪ | ২ | - | সূর্য হেলার পর থেকে তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত। |
| 'আসর | - | ৪ | - | - | তৃতীয় প্রহর থেকে সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত। |
| মাগরিব | - | ৩ | ২ | - | সূর্যাস্তের পর থেকে সন্ধ্যার লালিমা শেষ হওয়া পর্যন্ত। |
| 'ইশা | - | ৪ | ২ | ৩ | সন্ধ্যার লালিমা শেষ হওয়া থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত। |

টিকাঃ (১) মেরু অঞ্চলের দেশগুলোতে নামাযের ওয়াক্তসমূহ আনুমানিকভাবে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

(২) যোহর, মাগরিব ও 'ইশা-এর ফরয ও সুন্নত নামাযের পরে দুই রাকা'আত নফল (অতিরিক্ত) নামাযও পড়া ভাল।

(৩) শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জদ নামায পড়া হয়।

(৪) জুমুআর দিনে যোহরের চার রাকা'আত ফরয নামাযের স্থলে দু' রাকা'আত ফরয নামায পড়তে হয়।

**নামাযের আদব-কায়দা ঃ**

**নিষিদ্ধ সময় ঃ** আদেশ ইহাই যে, যখন সূর্য উঠতে থাকে, ডুবতে থাকে আর দুপুর বেলা মাথার ঠিক ওপরে থাকে তখন নামায পড়া নিষিদ্ধ।

**নামাযের শর্তসমূহ ঃ** নামায শুরু করার পূর্বে পাঁচটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া দরকার। এমন কি এগুলো নামাযের শর্তের অন্তর্ভুক্ত ঃ

(১) সময় (উপরোক্ত তপসীল অনুযায়ী), (২) পবিত্রতা (গোসল, ওযূ বা তায়াম্মুম প্রভৃতি দ্বারা সুযোগ সুবিধানুযায়ী) এমন কি নামাযের স্থানও পবিত্র হতে হবে, (৩) ছতর ঢাকা (অর্থাৎ নগ্নতা ঢাকা), (৪) কেবলা (অর্থাৎ কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ান) ও (৫) নিয়্যত (ফরয, সুন্নত প্রভৃতি যে নামায পড়া হয় এ সম্বন্ধে নিয়্যত বা সংকল্প করা)।

**ওযূঃ** নামাযের পূর্বে ওযূ করা আবশ্যক। ওযূ এভাবে করা হয়। প্রথমে পানি দ্বারা হাত ধুতে হয়। পরে মুখে পানি ঢেলে কুলি করতে হয়। নাকে পানি ঢেলে নাক পরিষ্কার করতে হয় আর সারাটা মুখমন্ডল ধুয়ে ফেলতে হয়। আবার উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুতে হয়। পরে হাত ভিজিয়ে মাথা মুছে ফেলতে হয়। এরপরে উভয় পা গিরো পর্যন্ত ধুতে হয়।

**ওযূ করার পদ্ধতিঃ**

(১) **বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম** পাঠ করে ওযূ আরম্ভ করতে হয়। সর্ব প্রথম কব্জি পর্যন্ত হাত ধৌত করো।

(২) পরে ডান হাতে পানি নিয়ে ৩বার কুলি করো।

(৩) কুলি করার পরে ৩ বার বাম হাতে নাকে পানি ঢেলে নাক পরিষ্কার করো।

(৪) উভয় হাতে পানি নিয়ে পুরো মুখমন্ডল ৩ বার ধৌত করো।

(৫) এর পরে প্রথমে ডান হাত পরে বাম হাত ৩ বার করে কনুই পর্যন্ত ধৌত করো।
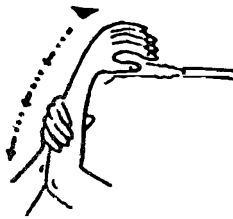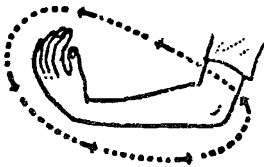
(৬) পরে উভয় হাত ভিজিয়ে আঙ্গুলগুলোকে মাথার ওপর দিয়ে নিয়ে ঘাড় পর্যন্ত নিয়ে যাও এবং এর পরে কানের মধ্যে তর্জনী প্রবেশ করিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বারা কানের পিঠ মুছে ফেলো। ইহাকে মসাহ্ করা বলে।
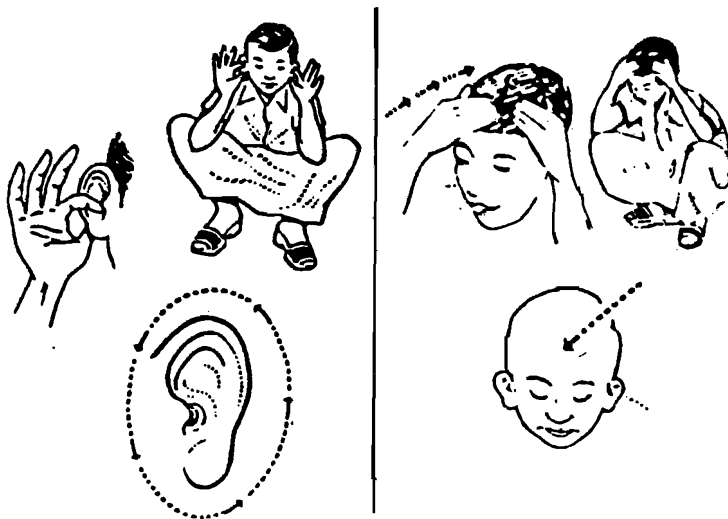
(৭) মসাহ্ করার পরে প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পায়ের গিরো পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো।
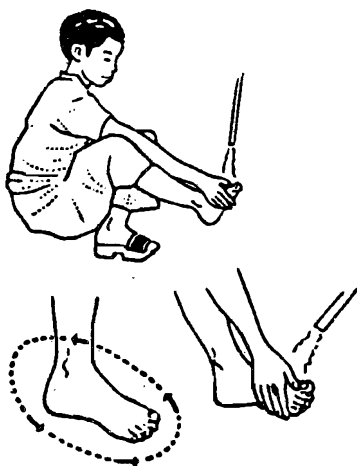
## নামায পড়ার পদ্ধতি

(১) কা'বার দিকে মুখ করে দাঁড়াও এবং নামাযের নিয়্যত করো।

নামাযের নিয়্যত (মনে মনে নামাযের নিয়্যত বা সংকল্প করার পরে নিম্নোক্ত কুরআনী আয়াত পাঠ করতে হয়-অনুবাদক)
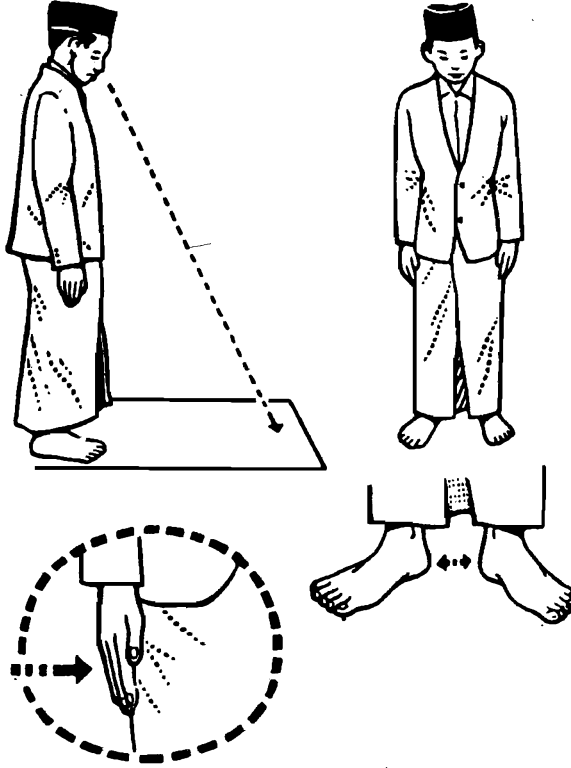
**ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্ সামাওয়াতে ওয়াল আরযা হানিফাওঁয়ামা আনা মিনাল মুশরেকীন।**

অর্থঃ নিশ্চয় আমি আমার ধ্যান একনিষ্ঠভাবে সেই সত্তার প্রতি নিবদ্ধ করছি যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

(২) কান পর্যন্ত উভয় হাত উপরে উঠাও।

**আল্লাহু আকবার** (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলো এবং হাত বেঁধে নাও। এভাবে নামায আরম্ভ হয়ে যাবে।
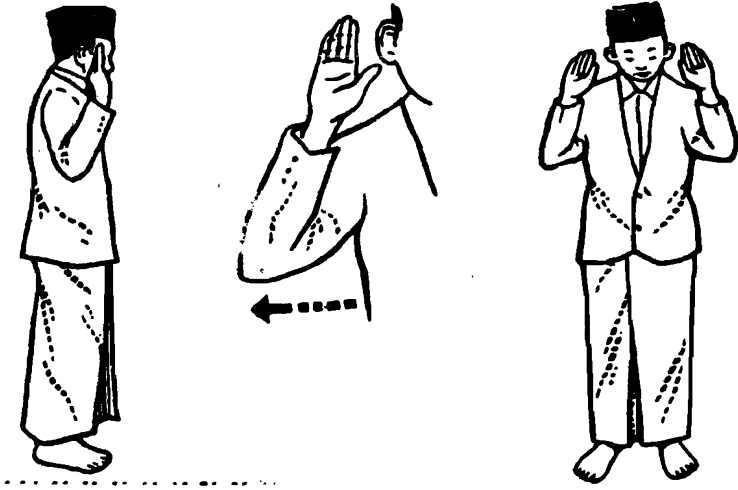
(৩) **হাত বাঁধার পদ্ধতিঃ** ডান হাত উপরে থাকবে। একে কেয়াম বা দাঁড়ান বলে -এ অবস্থায় সানা, তা'আওউয, সূরা ফাতেহা এবং কুরআন মজীদের কোন অংশ বিশেষ পাঠ করতে হয়।

সানা ঃ
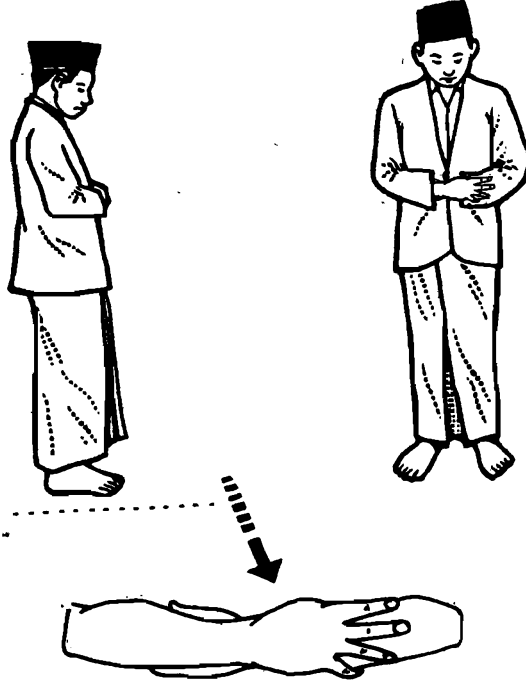
**সুব্হানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বেহামদেকা ওয়া তাবারাকাস্মুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা।**

অর্থাৎঃ হে আল্লাহ! পবিত্রতা তোমারই এবং প্রশংসা তোমারই আর পরম বরকতময় তোমার নাম ও তোমার মর্যাদা উচ্চ এবং তুমি ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নেই।

## তা'আওউয ঃ

**আউযুবিল্লাহে মিনাশ্ শায়ত্বানির রাজীম**

অর্থঃ বিতাড়িত শয়তানের নিকট থেকে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি।

## তাসমীয়াহ্ ঃ

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম**

অর্থঃ আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি), যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

**সূরা ফাতিহা ঃ**

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-আল্‌হামদু লিল্লাহে রাব্বিল 'আলামীন-আর্‌রাহ্‌মানির রাহীম-মালেকে ইয়াওমেদ্দীন-ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা'ঈন-এহ্‌দেনাস সেরাত্বাল মুস্তাকীমা-সেরাত্বাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলায়হিম-গায়রিল মাগদূবে 'আলায়হিম ওয়ালাদ্‌দাল্লীন।(আমীন)**

অর্থঃ আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি) যিনি অযাচিত-অসীম দাতা পরম দয়াময়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি জগতসমূহের প্রভু-প্রতিপালক, অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়, বিচার দিনের মালিক। আমরা তোমারই ইবাদত (উপাসনা) করি এবং তোমারই নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করি। তুমি আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করো, তাদের পথে, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছো, কোপগ্রস্তদের (পথে) নয় আর পথ-ভ্রষ্টদেরও (পথে) নয়। (তুমি কবুল করো)

**সূরা এখলাস ঃ**

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম-কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ-আল্লাহুস্ সামাদ-লাম ইয়ালিদ-ওয়ালাম ইউলাদ-ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহূ কুফু ওওয়ান আহাদ।**

অর্থঃ আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি) যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়। তুমি বলো, তিনিই আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ্ স্বনির্ভর ও সর্বনির্ভরস্থল। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

**আল্লাহু আকবর** বলে ঝুঁকে যাও।

## (৪) রুকূতে ঝুঁকার পদ্ধতিঃ
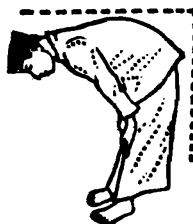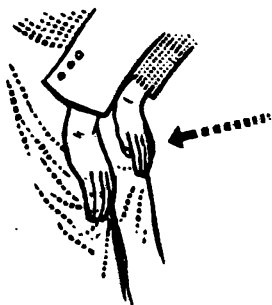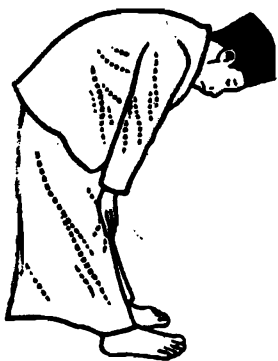
হাঁটু যেন ভেঙ্গে না থাকে।

এ অবস্থায় ৩ বার সুব্‌হানারাব্বিয়াল 'আযীম পাঠ করো

অর্থঃ পবিত্র আমার প্রভু অতীব মহান। এর পরে আল্লাহু আকবর বলে সিজদাহ্‌তে চলে যাও।
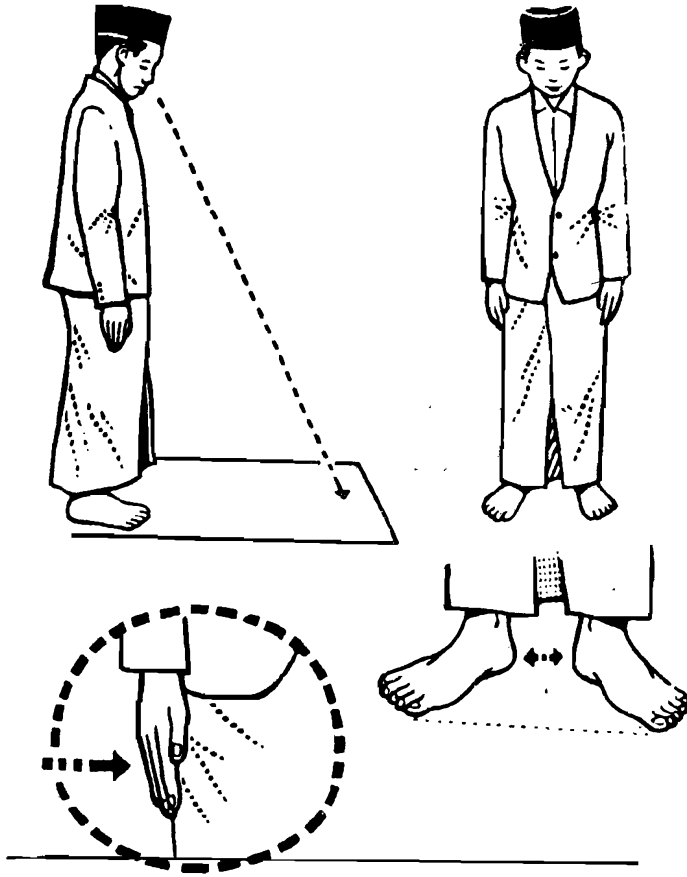
(৫)  এর পরে **সামি‘আল্লাহু লেমান হামিদাহ্**

অর্থঃ আল্লাহ্ তার কথা শুনেন যে তাঁর প্রশংসা করে-- বলে সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং পাঠ করো **রাব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দ**

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! প্রশংসা তোমারই

**হামদান কাসীরান তাইয়্যেবান মুবারাকান ফীহ্**

অর্থঃ বহুল প্রশংসা ও গুণগান, অধিকতর পবিত্রতা, এতে কেবল কল্যাণই কল্যাণ রয়েছে।

এর পরে **আল্লাহু আকবর** বলে সিজদাহ্‌তে চলে যাও।

**(৬) সিজদাহ্ করার পদ্ধতিঃ**
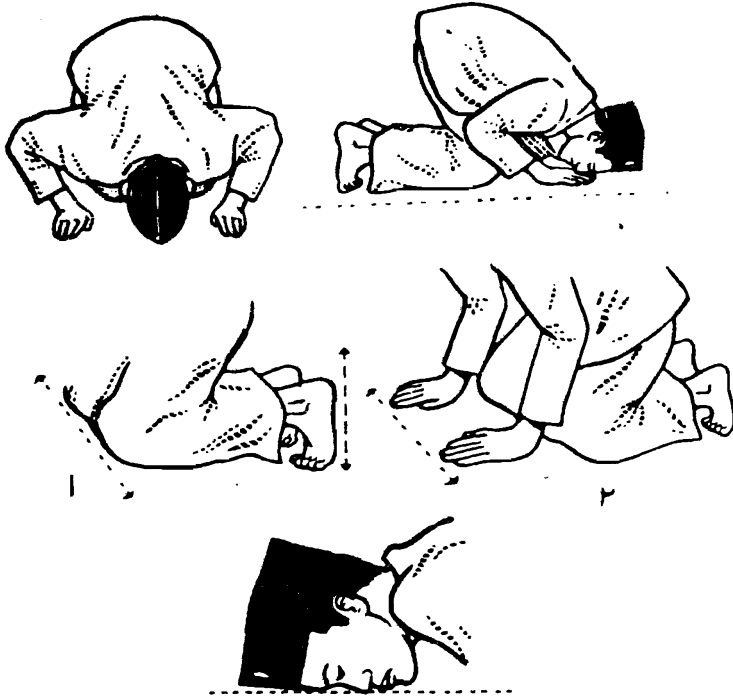
সিজদাহ্‌তে ৩ বার পাঠ করো **সুব্‌হানা রাব্বিয়াল 'আলা** অর্থঃ পবিত্র আমার প্রভু অতি উচ্চ, এর পরে **আল্লাহু** আকবার বলে বসে যাও।

## (৭) দুই সিজদাহ্-এর মাঝে বসার পদ্ধতিঃ
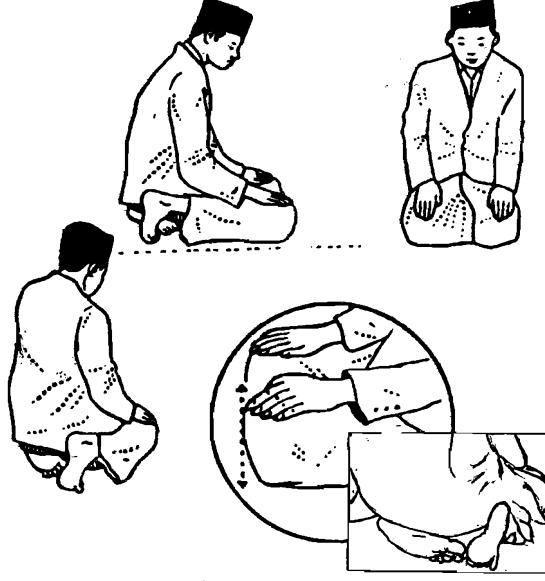
দুই সিজদাহ্র মাঝে বসে পাঠ করো-**আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী-ওয়ার হামনী ওয়াহ্-দিনী-ওয়া 'আফিনী-ওয়াজ বুরনী-ওয়ার যুক্‌নী-ওয়ার ফা'নী।**

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করো, এবং আমার প্রতি দয়া করো ও আমাকে সুপথে পরিচালিত করো এবং আমাকে সুস্থ রাখো, আর আমার বিশৃঙ্খল অবস্থা শুধরে দাও, আমাকে রিয্ক (জীবনোপকরণ) দাও এবং আমাকে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত করো।

এর পরে **আল্লাহু আকবর** বলে দ্বিতীয় বার সেজদাহ্‌তে চলে যাও এবং পুনরায় ৩ বার **সুব্হানা রাব্বিয়াল 'আলা** পাঠ করো।

**আল্লাহু আকবর** বলে দ্বিতীয় রাকা'আতের জন্যে দাঁড়িয়ে যাও এবং প্রথম রাকা'আতের ন্যায় দ্বিতীয় রাকা'আত পূর্ণ করো।
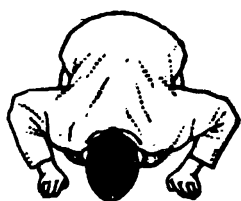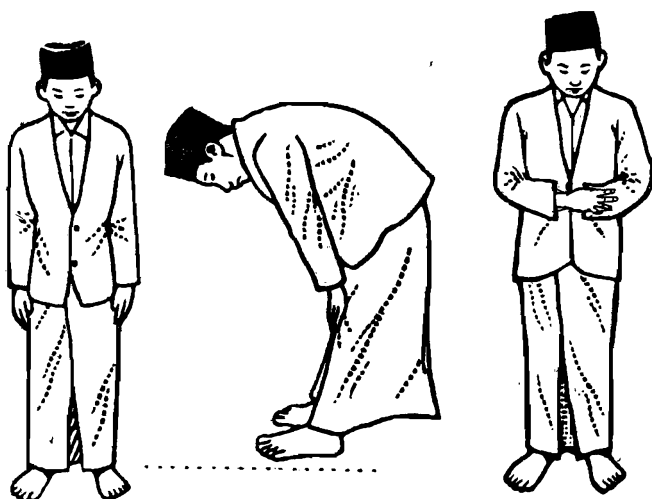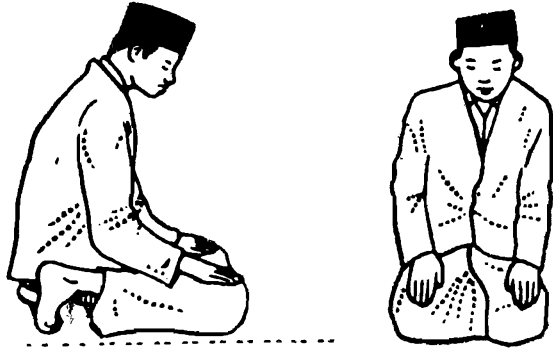
দ্বিতীয় রাকা'আতের দ্বিতীয় সেজদাহ্-এর পরে **আল্লাহু আকবার** বলে বসে যাও এবং পাঠ করো

**আত্তাহিয়্যাতঃ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহে ওয়াস্ সালাওয়াতু ওয়াত্তাইয়্যেবাতু আস্‌সালামু আলায়কা আইয়্যুহান্নাবিইয়্যু ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু - আস্‌সালামু আলায়না ওয়া'আলা ইবাদিল্লাহেস্ সালেহীন।**

অর্থাৎঃ সকল মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্যেই। হে নবী (সাঃ)! তোমার জন্যে শান্তি এবং আল্লাহর্ করুণা ও তাঁর কল্যাণ। শান্তি আমাদের ওপরে এবং আল্লাহ্‌র পুণ্যবান দাসগণের ওপরেও।

এরপর তাশাহ্‌হুদ পাঠ করো-**আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ্।**

অর্থঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর দাস ও রসূল।
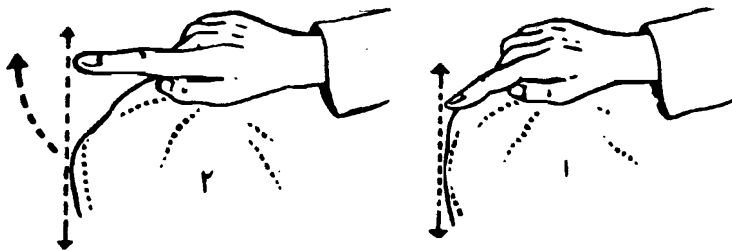
'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করার সময়ে তর্জনী আঙ্গুল উঠাবে। যদি তৃতীয় রাকা'আত পড়তে হয় তাহলে **আল্লাহু আকবর** বলে দাঁড়িয়ে যাও এবং তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আতও প্রথম রাকা'আতের মত আদায় করো। (সর্বক্ষেত্রে) শেষ রাকা'আতে উভয় সিজদার পরে **আত্তাহিয়্যাত----আর আশ্হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু**----পড়া শেষ হলে নীচের দরূদ শরীফ পড়ো–

**দরূদ শরীফ ঃ**

**আল্লাহুম্মা সাল্লে'আলা মুহাম্মাদিওঁয়া 'আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা 'আলা ইব্রাহীমা ওয়া 'আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ**

**আল্লাহুম্মা বারেক 'আলা মুহাম্মাদিওঁয়া 'আলা আলে মুহাম্মাদীন কামা বারাকতা 'আলা ইব্রাহীমা ওয়া 'আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।**

অর্থঃ হে আল্লাহ্! তুমি মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরগণের ওপরে আশিস বর্ষণ করো যেভাবে তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরগণের ওপরে আশিস বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি মহাপ্রশংসিত মহামর্যাদাবান।

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরগণের ওপরে কল্যাণ বর্ষণ করো যেভাবে তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরগণের ওপরে কল্যাণ বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি মহাপ্রশংসিত মহামর্যাদাবান।

এতদ্ব্যতিরেকে আরও কিছু দোয়া পাঠ করো যেমন,

**(১) রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতা ওঁয়া ফিল আখেরাতে হাসানাতা ওঁয়াকেনা 'আযাবান্নার।**

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বপ্রকার কল্যাণ দান করো। আর আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।

**(২) রাব্বিজ্ 'আলনী মুকীমাস্ সালাতি ওয়া মিন যুর্‌রিয়াতী রাব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দুয়ায়ে-রাব্বানাগ্‌ ফিরলী ওয়ালে ওয়ালে দাইয়্যা ওয়া লিল মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব।**

অর্থঃ হে আমার প্রভু! আমাকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী করো এবং আমার বংশধরগণকেও। হে আমাদের প্রভু! (আমার ওপরে তোমার করুণা বর্ষণ করো) এবং আমার দোয়া কবুল করো; হে আমাদের প্রভু! যে দিন হিসাব-নিকাশ শুরু হবে সেদিন আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং মোমেনগণকে ক্ষমা করিও।

এর পরে **আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্** বলে প্রথমে ডান দিকে এবং পরে বাম দিকে মুখ করে সালাম ফিরাও।

টিকা ঃ বেতেরের নামায তিন রাকা'আত। তৃতীয় রাকা'আতে রুকূর পরে দাঁড়িয়ে দোয়ায়ে কুনূৎও পড়া হয়।
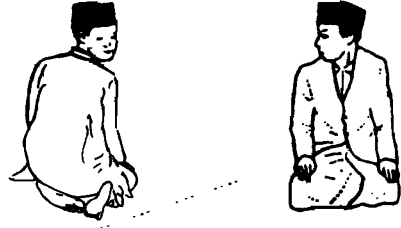
**দোয়ায়ে কুনূৎঃ**

**আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতা'ঈনুকা ওয়া নাসতাগ্‌ফেরুকা ওয়া নু'মিনুবিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলায়কা ওয়া নুসনী আলায়কাল খায়রা ওয়া নাশকুরুকা ওয়া লা নাকফুরুকা ওয়া নাখালা'উ ওয়া নাতরুকু মাইঁয়াফজুরুকা-আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকা নুসাল্লী ওয়া নাস্‌জুদু ওয়া ইলায়কা নাস'আ ওয়া নাহ্‌ফিদু ওয়া নারজূ রাহ্‌মাতাকা ওয়া নাখ্‌শা 'আযাবাকা ইন্না 'আযাবাকা বিল কুফ্‌ফারে মুলহিক।**

অর্থঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমরা তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি ও তোমার নিকটেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আর আমরা তোমারই ওপরে ঈমান আনি ও আমরা তোমারই ওপরে ভরসা রাখি। এবং আমরা উত্তমভাবে তোমারই গুণগান করি। আর আমরা তোমারই কৃতজ্ঞতা করি ও আমরা তোমার অকৃতজ্ঞতা করি না। এবং যে তোমার অবাধ্যতা করে আমরা তার সাথে সর্ম্পকচ্ছেদ করি ও তার নিকট থেকে পৃথক হই। হে আল্লাহ্! আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই উদ্দেশ্যে নামায পড়ি, ও আমরা তোমাকেই সিজদাহ্ করি, আর আমরা তোমার দিকেই দৌড়াই ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা করি। এবং আমরা তোমারই দয়ার আশা করি ও আমরা তোমার শাস্তিকে ভয় করি, নিশ্চয় তোমার শাস্তি কাফেরদের ওপরে আপতিত হবে।

(ওযূ করা ও নামায পড়ার পদ্ধতি সম্বন্ধীয় ছবি লাজনা ইমাইল্লাহ্, করাচী কর্তৃক প্রকাশিত 'গুন্‌চা' পুস্তক থেকে নেয়া হয়েছে।)

**জানাযার নামাযের দোয়া ঃ**

**আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লে হায়্যিনা ওয়া মায়্যিতেনা ও শাহেদেনা ওয়া গায়েবেনা ও সাগীরেনা ওয়া কাবীরেনা ওয়া যাকারেনা ওয়া উনসানা–আল্লাহুম্মা মান আহ্‌ইয়াইতাহূ মিন্না ফাআহ্‌ইহী 'আলাল ইসলামে - ওয়া মান তাওয়াফ্‌ফাইতাহূ মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহূ 'আলাল ঈমানে–আল্লাহুম্মা লা তাহ্‌রিমনা আজরাহূ ওয়ালা তাফ্‌তিন্না বা'দাহূ।**

অর্থঃ হে আল্লাহ্! তুমি ক্ষমা করো আমাদের মধ্যকার জীবিতগণকে ও আমাদের মধ্যকার মৃতগণকে এবং আমাদের মধ্যকার উপস্থিতগণকে ও আমাদের মধ্যকার অনুপস্থিতগণকে এবং আমাদের মধ্যকার ছোটদেরকে ও আমাদের মধ্যকার বড়দেরকে এবং আমাদের মধ্যকার পুরুষগণকে ও আমাদের মধ্যকার মহিলাগণকে। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যকার যাকে তুমি জীবিত রেখেছ তাকে তুমি ইসলামের ওপরে জীবিত রাখো আর আমাদের মধ্যকার যাকে তুমি মৃত্যু দান করেছো তাকে তুমি ঈমানের ওপর মৃত্যুদান করো। হে আল্লাহ্। তুমি আমাদেরকে তার প্রতিদান থেকে বঞ্চিত রেখো না আর তুমি আমাদেরকে তার পরে পরীক্ষা ও কলহ-বিবাদের ফেৎনায় নিক্ষেপ করো না।

**নাবালেগের জন্যে অতিরিক্ত দোয়াঃ**

**আল্লাহুম্মাজ্‌ 'আলহু লানা ফারাতাওঁয়া যুখরাওঁয়া আজরা ওঁয়া শাফি'আওঁয়া মুশাফ্‌ ফা'আন।**

অর্থঃ হে আল্লাহ্! তাকে আমাদের জন্যে করো অগ্রগামী ও আরামের উপকরণ ও প্রতিদানের ওসীলা। আর করো সুপারিশকারী এবং তার সুপারিশ কবুল করো।

**তায়াম্মুম ঃ**

সাকেব - ওযূ প্রসঙ্গে তো আমরা পুস্তকে পড়ে এসেছি, কিন্তু তায়াম্মুম কেন করা হয়?

মা - যখন ওযূর জন্যে পানি না পাওয়া যায় বা অসুখের কারণে পানি ব্যবহার করলে কষ্ট হয় এবং রোগ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই অবস্থায় তায়াম্মুম করা হয়। বস্তুতঃ ইহা ওযূর স্থলবর্তী।

মুন - তায়াম্মুম কীভাবে করা হয়?

মা - তায়াম্মুমের পদ্ধতি এই যে, উভয় হাত মাটির ওপরে একবার আঘাত করে সারাটা মুখ মুছে ফেলতে হয়। পুনরায় দ্বিতীয়বার হাতটিকে আঘাত করে কনুই পর্যন্ত বা কেবল কব্জি পর্যন্ত মুছে ফেলতে হয়। একবার হাত মেরে মুখের ওপরে মুছে নেয়া এবং এক হাত অপর হাতের দ্বারা পরস্পর মর্দন করাও যথেষ্ট। যদি হাতে বেশী মাটি লেগে যায় তাহলে ঝেড়ে ফেলে দিতে হয়। যদি মাটি না পাওয়া যায় তা হলে বালি বা পাথরের ওপরেও তায়াম্মুম করা যেতে পারে। তায়াম্মুমের ব্যাপারে একটি জরুরী কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, যদি তায়াম্মুমের পরে পানি পাওয়া যায় বা যে অসুবিধার কারণে তায়াম্মুম করা হয়েছিলো তা যদি দূর হয়ে যায় তাহলে পুনরায় ওযূ করা আবশ্যক। কিন্তু যদি তায়াম্মুম করে নামায পড়ার পরে পানি পাওয়া যায় তাহলে ওযূ করে পুনরায় নামায পড়ার প্রয়োজন নেই।

ময়না - কী কী কারণে তায়াম্মুম ভেঙ্গে যায়?

মা-যে সব কারণে ওযূ ভেঙ্গে যায় ঐ সব কারণেই তায়াম্মুমও ভেঙ্গে যায় অর্থাৎ প্রস্রাব করলে, পায়খানা করলে, বায়ু নির্গত হলে, কোন কিছুর ওপরে ঠেস্ দিয়ে ঘুমুলে, বেহুস হয়ে গেলে, রক্ত প্রবাহিত হলে, (কামিয়াবী কী রাহেঁ ঃ ২য় খন্ড, ৪১-৪২ পৃষ্ঠা)।

## সূরা বাকারার প্রথম সতরটি আয়াতের বঙ্গানুবাদ

১. **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম**

[ আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি), যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়]

২. **আলিফ লাম মীম্  ৩. যালিকাল কিতাবু লা রায়বাফীহে**

(আলিফ লাম মীম্। ইহা সেই পরিপূর্ণ গ্রন্থ যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই)

**হুদাল্লিল মুত্তাকীন**

[মুত্তাকী (খোদা-ভীরু)-গণের জন্যে পথ-প্রদর্শক]।

৪. **আল্লাযীনা ইউ'মেনূনা বেল গায়বে**

(যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে)

**ওয়া ইউকীমূনাস্ সালাতা**

(আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে)

**ওয়া মিম্মা রাযাক্নাহুম ইউনফেকূন**

[ও যারা উহা থেকে (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করে যা রিযক (জীবনোপকরণ) হিসেবে তাদেরকে আমরা দান করেছি]।

৫. **ওয়াল্লাযীনা ইউ'মেনূনা বিমা উনযিলা ইলায়কা**

(এবং যারা বিশ্বাস করে উহার ওপরে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে)

**ওয়ামা উনযিলা মিন কাবলেকা**

(আর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমার পূর্বে)

**ওয়া বিল আখেরাতে হুম ইউকিনূন**

(এবং আখেরাতের ওপরে রয়েছে তাদের দৃঢ়-বিশ্বাস)।

৬. **উলায়েকা 'আলা হুদাম্মের রাব্বেহিম**

[এরাই রয়েছে তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পথের ওপরে (প্রতিষ্ঠিত)]

**ওয়া উলায়েকা হুমুল মুফলেহূন**

(আর এসব লোকই সফলকামী)।

৭. **ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ**
[নিশ্চয় যারা কুফরী (অস্বীকার) করে]

**সাওয়াউন আলায়হিম**
(তাদের অবস্থা একই রূপ)

**আ আনযারতাহুম**
(যদি তুমি তাদেরকে সতর্ক কর)

**আমলাম তুনযিরহুম**
(অথবা তাদেরকে সতর্ক না কর)

**লা ইউ'মেনূন**
(তারা বিশ্বাস আনয়ন করবে না)।

৮. **খাতামাল্লাহু**
(আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন)

**'আলা কুলূবিহিম**
(তাদের হৃদয়ের ওপরে)

**ওয়া 'আলা সাম'ইহিম**
(এবং তাদের কানের ওপরে)

**ওয়া 'আলা আবসারিহিম**
(এবং তাদের চোখের ওপরে)

**গিশাওয়াহ্**
(পর্দা)

**ওয়া লাহুম**
(এবং তাদের জন্যে রয়েছে)

**'আযাবুন 'আযীম**
(মহা শাস্তি)

৯. **ওয়া মিনান্নাসে মাইঁয়াকূলু**
(আর মানুষের মধ্য থেকে যারা বলে)

**আমান্না**
(আমরা ঈমান এনেছি)

**বিল্লাহে**
(আল্লাহ্‌র ওপরে)

**ওয়া বিল ইয়াওমেল আখেরে**
(এবং আখেরাতের দিনে)

**ওয়ামা হুম বে মু'মিনীন**
[যদিও তারা আদৌ মুমেন (বিশ্বাসী) নয়]।

১০. **ইউখাদে'উ নাল্লাহা**
(তারা আল্লাহ্‌কে ধোঁকা দিতে চায়)

**ওল্লাযীনা আমানূ**
(আর যারা ঈমান এনেছে)

**ওয়ামা ইয়াখদা'উনা**
[এবং (বা কিন্তু) তারা ধোঁকা দেয় না]

**ইল্লা আনফুসাহুম**
(নিজেদেরকে ব্যতীত)

**ওয়ামা ইয়াশ'উরূন**
[এবং (বা প্রকৃত পক্ষে) তারা বুঝে না]।

১১. **ফী কুলূ বিহিম মারাযুন**
(তাদের হৃদয়ের মধ্যে রয়েছে ব্যাধি)

**ফাযাদা হুমুল্লাহু মারাযা**
(অতঃপর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধিকে বৃদ্ধি করে দিলেন)

**ওয়ালাহুম 'আযাবুন'আলীম**
(এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)

**বিমা কানূ ইয়াকযিবুন**
(কারণ, তারা মিথ্যে বলে আসছিলো)।

১২. **ওয়া ইযা কীলা লাহুম**
(আর যখন তাদেরকে বলা হয়)

**লা তুফসিদূ ফিল আরদে**
(পৃথিবীতে তোমরা বিশৃংঙ্খলা সৃষ্টি কোর না)

**কালূ**
(তারা বলে)

**ইন্নামা নাহনু মুসলেহূন**
(নিশ্চয় আমরা কেবল সংশোধনকারী)

১৩. **আলা ইন্নাহুম**
(শুনে রাখ, নিশ্চয় তারা)

**হুমুল মুফসেদূন**
(তারাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী)

**ওয়া লাকিল্লা ইয়াশ'উরূন**
(কিন্তু তারা তা বুঝে না)।

১৪. **ওয়া ইযা কীলা লাহুম**
(আর যখন তাদেরকে বলা হয়)

**আমেনূ**
(তোমরা ঈমান আন)

**কামা আমানান্নাসু**
(যেভাবে লোকেরা ঈমান এনেছে)

**কালূ আনু'মেনু**
(তারা বলে, আমরা কি ঈমান আনব?)

**কামা আমানাস্ সুফাহাউ**
(যেভাবে নির্বোধগণ ঈমান এনেছে)

**আলা ইন্নাহুম**
(শুনে রাখ, নিশ্চয় তারা)

**হুমুস্ সুফাহাউ**
(তারাই নির্বোধ)

**ওয়া লাকিল্-লা-ই'আলামূন**
(কিন্তু তারা জানে না)।

১৫. **ওয়া ইযা লাকূলাল্লাযীনা আমানূ**
[আর যখন এসব লোক মিলিত হয় (তাদের সাথে) যারা ঈমান এনেছে]

**কালূ আমান্না**
(তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি)

**ওয়া ইযা খালাও**
(এবং যখন পৃথক হয় বা নিভৃতে মিলিত হয়)

**ইলা শায়াত্বীনিহিম**
(তাদের দলনেতাদের সাথে)

**কালূ ইন্না মা'আকুম**
(তারা বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি)

**ইন্নামা নাহনু মুসতাহ্যিঊন**
(নিশ্চয় আমরা কেবল উপহাসকারী)।

১৬. **আল্লাহু ইয়াস্ তাহ্যিউ বিহিম**
(আল্লাহ্ তাদেরকে উপহাসের শাস্তি দেবেন)

**ওয়া ইয়ামুদ্দুহুম**
(এবং তাদেরকে ছেড়ে দেবেন)

**ফী তুগ্ইয়ানিহিম্**
(তাদের ঔদ্ধত্যের মধ্যে)

**ইআ'মাহূন**
(দিশে হারা হবে)।

১৭. **উলায়েকাল্লাযীনা**
[এরাই (তারা) যারা]

**এশতারাউয্ যালালাতা**
(ক্রয় করেছে পথভ্রষ্টতা)

**বিল হুদা**
[হেদায়াতের (সুপথের) পরিবর্তে]

**ফামা রাবেহাত**
(অতঃপর লাভজনক হয়নি)।

**তেজারাতুহুম**
(তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য)

**ওয়ামা কানূ মুহ্তাদীন**
(এবং তারা ছিল না বা হয়নি হেদায়াত প্রাপ্ত)।

## সূরা 'আসর - ১০৩ : ইহা মক্কায় অবতীর্ণ
## বিসমিল্লাহ্ সহ এতে ৪ আয়াত ও ১ রুকূ আছে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম | ১। | আল্লাহর্ নামে (আরম্ভ করছি) যিনি অযাচিত–অসীম দাতা, পরম দয়াময়। |
| ২। | ওয়াল 'আসরে | ২। | কসম মহাকালের, |
| ৩। | ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসরেন | ৩। | নিশ্চয় ইনসান (মানুষ) বড় ক্ষতির মধ্যে আছে, |
| ৪। | ইল্লাল্লাযীনা আমানূ ওয়া 'আমেলুস্ সালেহাতে ওয়া তওয়া–সাও বিল হাক্কে ওয়া তওয়া–সাও বিস্সাবরে। | ৪। | তারা ব্যতিরেকে যারা ঈমান আনে ও পুণ্য কর্ম করে এবং একে অপরকে সত্যের (উপরে দৃঢ় থাকার ও ইহা প্রচার করার) তাকিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকে এবং (এই পথে কষ্ট–ক্লেশ ও বিপদে–আপদে)একে অপরকে ধৈর্যেরও তাকিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকে। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম | ১। | আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি) যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়। |

| | |
|---|---|
| ২। **আলাম তারা কায়ফা ফা'আলা রাব্বুকা বেআসহাবিল ফীল** | ২। তুমি কি দেখনি তোমার প্রভু–প্রতিপালক হস্তীর অধিপতিদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করেছিলেন? |
| ৩। **আলাম ইয়াজ্ 'আল কায়দাহুম ফীল তাযলীল** | ৩। তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থতায় পরিণত করে দেননি? |
| ৪। **ওয়া আরসালা আলায়হিম তায়রান আবাবীল** | ৪। আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছিলেন, |
| ৫। **তারমীহিম বিহিজারাতেম্মিন সিজ্জীল** | ৫। যারা (তাদের মৃতদেহগুলো ভক্ষণ করছিলো) কংকরজাত শক্ত পাথরের ওপরে আঘাত করে করে। |
| ৬। **ফাজা'আলাহুম কা'আসফিম্ মা'কুল।** | ৬। অতঃপর তিনি তাদিগকে ভক্ষিত খড়-কুটা সদৃশ করে দিলেন। |

### সূরা কাওসার - ১০৮ : ইহা মক্কায় অবতীর্ণ। বিসমিল্লাহ্ সহ এতে ৪ আয়াত ও ১ রুকূ আছে।
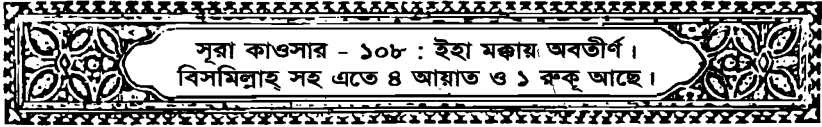
| | |
|---|---|
| ১। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম | ১। আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি) যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়। |
| ২। **ইন্না আ'তায়নাকাল কাওসার** | ২। নিশ্চয় (হে নবী!) আমরা তোমাকে 'কাওসার' (প্রভূত আধ্যাত্মিক কল্যাণ) দান করেছি। |
| ৩। **ফাসাল্লে লে রাব্বিকা ওয়ানহার** | ৩। সুতরাং তুমি তোমার প্রতি-পালকের উদ্দেশ্যে (কৃতজ্ঞতা স্বরূপ) নামায পড়ো আর কুরবানী করো। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪। | **ইন্না শানেয়াকা হুয়াল আবতার।** | ৪। | নিশ্চয় যে তোমার শত্রু, সে-ই নিঃসন্তান থাকবে। |

**সূরা ইখলাস - ১১২ : ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।**
**বিসমিল্লাহ্ সহ এতে ৫ আয়াত ও ১ রুকূ আছে।**
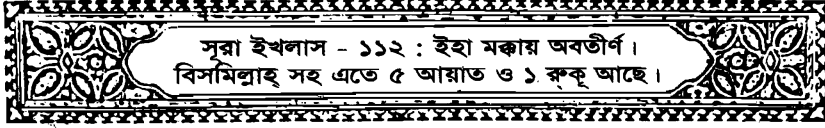
| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম** | ১। | আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি) যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়। |
| ২। | **কুল হুয়াল্লাহু আহাদ** | ২। | তুমি বলো, 'তিনিই আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়'। |
| ৩। | **আল্লাহুস্ সামাদ** | ৩। | আল্লাহ্ স্বনির্ভর ও সর্বনির্ভরস্থল। |
| ৪। | **লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ** | ৪। | তিনি কাকেও জন্ম দেননি আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। |
| ৫। | **ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওওয়ান আহাদ** | ৫। | আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। |

**সূরা ফালাক - ১১৩ : ইহা মক্কায় অবতীর্ণ।**
**বিসমিল্লাহ্ সহ এতে ৬ আয়াত ও ১ রুকূ আছে।**
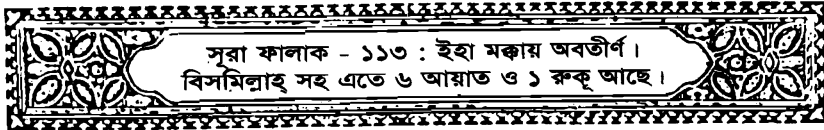
| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম** | ১। | আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি) যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়। |
| ২। | **কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক** | ২। | তুমি বলো, 'আমি প্রভাতের প্রতিপালকের আশ্রয় চাই, |
| ৩। | **মিন শার্‌রে মা খালাক** | ৩। | তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, |

| | |
|---|---|
| ৪। ওয়া মিন শার্‌রে গাসেকিন ইযা ওয়াকাব | ৪। এবং অন্ধকারাচ্ছন্নকারীর অনিষ্ট হতে যখন উহা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে, |
| ৫। ওয়া মিন শাররিন্‌ নাফ্‌ফাসাতে ফিল 'উকাদ | ৫। আর সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট হতে, |
| ৬। ওয়া মিন শার্‌রে হাসেদিন ইযা হাসাদ | ৬। এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে, যখন সে হিংসা করে। |

## সূরা নাস- ১১৪ : ইহা মক্কায় অবতীর্ণ। বিসমিল্লাহ্‌ সহ এতে ৭ আয়াত ও ১ রুকূ আছে।
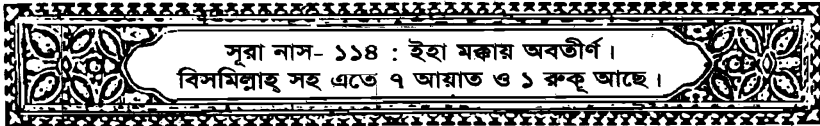
| | |
|---|---|
| ১। বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম | ১। আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি) যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়। |
| ২। কুল 'আঊযু বেরাব্বিন্‌ নাস | ২। তুমি বলো, 'আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের নিকটে, |
| ৩। মালেকিন্নাস | ৩। মানুষের অধিপতি, |
| ৪। ইলাহিন্নাস | ৪। মানুষের মাবূদ (উপাস্য), |
| ৫। মিন শার্‌রেল ওয়াস্‌ ওয়াসিল খান্নাস | ৫। গোপনে কুমন্ত্রণাদানকারী, পশ্চাদপসরণকারীর অনিষ্ট হতে, |
| ৬। আল্লাযী ইউওয়াসবিসু ফী সুদূরিন্নাস | ৬। যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়, |
| ৭। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস | ৭। সে জিন্নের মধ্য হতে হোক বা মানুষের মধ্য হতে। |

## নযম

১. কভী নুসরৎ নেহীঁ মিলতি দারে মাওলা সে গান্দঁও কো
কভী যায়া নেহীঁ করতা ওহ্ আপ্নে নেক বান্দঁও কো
ওহী উস কে মোকার্‌রব হ্যাঁয় জো আপনা আপ খোতে হ্যাঁয়
নেহী রাহ্, উসকী 'আলী বারগাহ্ তক্ খুদ পসন্দঁও কো
এহি তদবীর হ্যায় পেয়ারো কেহ্ মাঙ্গো উস্ সে কুরবত কো
উসী কে হাথ কো ঢুন্ডো জ্বালাও সব কুমান্দঁও কো
[হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)]

অর্থঃ অসৎ লোকদের কখনও প্রভুর দরজার সাহায্য মেলে না। নিজ পুণ্যবান দাসদের তিনি কখনও নষ্ট করেন না। তারাই তাঁর নৈকট্যপ্রাপ্ত যারা নিজেদেরকে বিলীন করে দেয়। তাঁর উচ্চ দরবারে অহংকারীদের কোন রাস্তা নেই। হে প্রিয়গণ! ইহাই উপায় যে, তাঁর নিকট থেকে তাঁর নৈকট্য প্রার্থনা করো। তাঁর (সাহায্যের) হাত অন্বেষণ করো, অন্য সকল সোপান জ্বালিয়ে দাও।

২. হো ফয্ল তেরা ইয়া রব্ব্ ইয়া কোই ইবতেলা হো
রাযী হ্যাঁয় হাম উসীমেঁ জিস্‌মেঁ তেরী রেযা হো
মিট যাউঁ ম্যাঁয় তো উসকী পরওয়াহ্ নেহীঁ হ্যায় কুছভী
মেরী ফানা সে হাসেল গর দীনকো বাকা হো
সীনে মেঁ জোশে গায়রত আওর আঁখ মে হায়া হো
লাব পর হো যিক্‌র তেরা দিল মেঁ তেরী ওফা হো
শয়তান কি হুকমাত মিট জায়ে ইস জাঁহা সে
হাকিম তামাম দুনিয়া পে মেরা মুস্‌তাফা হো
মাহমুদ উম্‌র মেরী কাট জায়ে কাশ ইউঁহি
হো রূহ মেরী সেজদাহ্ মেঁ আওর সামনে খোদা হো
[ হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ]

অর্থঃ হে প্রভু! তোমার কল্যাণ বর্ষিত হোক বা কোন পরীক্ষা আসুক,
আমরা তাতেই সন্তুষ্ট যাতে তোমার সন্তুষ্টি।
ধ্বংস হয়ে যাই আমি তাতে কোনই ভ্রুক্ষেপ নেই,
যদি আমার বিলীন হওয়াতে ধর্ম সঞ্জীবিত হয়।

অন্তরে থাকুক মোর আত্মমর্যাদার আবেগ আর চোখে লজ্জা,
ঠোঁটে থাকুক তোমার গুণগান আর অন্তরে থাকুক বিশ্বস্ততা।
এ ধরা থেকে শয়তানের কর্তৃত্ব মিটে যাক,
সারা দুনিয়ার কর্তা হোন আমার মুস্তাফা (সাঃ)
হে মাহমুদ! আমার আয়ু যদি এভাবেই কেটে যায় যাক না,
আত্মা মোর সেজদাতে আর সামনে খোদা থাকুন।

৩. কুরআন সব সে আচ্ছা কুরআন সব সে পেয়ারা
কুরআন দিল কি কুত্তওয়াত কুরআন হ্যা সাহারা
আল্লাহ্ মিঁয়া কা খত্ হ্যা জো মেরে নাম আয়া
উসতানী জী পড়ুহা দো জলদী মুঝে সিপারাহ্
পেহলে তো নাযার সে আঁখেঁ করুঙ্গী রওশন
ফের তরজমা সিখনা জব পড়হ্ চুকোঁ ম্যাঁয় সারা
মতলব না আয়ে জব তক কিউঁকর 'আমল হ্যা মুমকিন
বে তরজমে কে হারগিয আপনা নেহী গুযারাহ্
ইয়া রাব্ব্ তু রহম করকে হাম কো সিখা দে কুরআন
হার দুখ্ কি ইয়ে দাওয়া হো হার দরদ্ কা হো চারা
দিল মে হো মেরে ঈমাঁ সীনে মে নূরে ফুরকাঁ
বন জাউঁ ফের তো সাচ্ মুচ ম্যায় আসমাঁ কা তারা
[ হযরত মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রাঃ) ]

অর্থঃ কুরআন সবচে' উত্তম, কুরআন সবচে' প্রিয়,
কুরআন প্রাণের শক্তি, কুরআন হলো আশ্রয়।।
আল্লাহতা'লার পত্র এসেছে মোর নামে,
শিক্ষিকা সাহেবা আমাকে শীঘ্র সেপারা পড়িয়ে দিন।
প্রথমে তো নাযেরা পড়ে (দেখে দেখে পড়া) চোখকে উজ্জ্বল করবো,
পরে অর্থ শিখাবেন পাঠ হলে পরে মোর সারা।।
যখন পর্যন্ত অর্থ উপলব্ধি না হবে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ কি করে হবে সম্ভব?
অবশ্যই অর্থহীন পড়া দ্বারা নিজেদের কাজ চলতে পারে না।
হে প্রভু-প্রতিপালক! দয়া করে তুমি মোরে শিখিয়ে দাও কুরআন,
সব দুঃখের হোক ইহা নিদান, হোক প্রতি কষ্টের প্রতিকার।
প্রাণে মোর হোক ঈমান, অন্তরে হোক ফুরকানের জ্যোতি:
পরে আমি যেন হয়ে যাই সত্যিকারের আকাশের তারা।।

# নামাযের আদব–কায়দা

* ওযূ করে নামায আদায়ের জন্যে নম্রতা ও গাম্ভীর্যের সাথে যোগ দাও।

* দৌড়ে গিয়ে নামাযে যোগ দিও না। নামাযে যাওয়ার সময়ে চিন্তা করো কী কী পুণ্য উপহারস্বরূপ খোদার নিকট নিয়ে যাচ্ছো আর কোন্ কোন্ পাপ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাও।

* নামাযের পূর্বে প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক ডাকের কাজগুলো সেরে নেয়া উচিত যেন একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করা যায়।

* বা–জামা'ত নামাযের সারি একেবারে সোজা হতে হবে। সারিতে দাঁড়ানো ব্যক্তিবর্গ কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে এমনভাবে যেন মাঝখানে ফাঁক না থাকে।

* লোকেরা যখন সারিবদ্ধ হবে এবং তাদের নিজেদের সারির সামনের সারিতে যদি খালি জায়গা দেখা যায় তাহলে উহাকে পূরো করবে।

* নামায আরম্ভ করার পূর্বে নিয়্যত করে এ কুরআনী আয়াতটি পাঠ করবে–

  **ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজ হিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্ সামাওয়াতে ওয়াল আরদা হানীফাওঁয়ামা আনা মিনাল মুশ্রেকীন।**

* নামাযে সর্বপ্রকার কর্মানুষ্ঠান স্বস্তি ও গাম্ভীর্যের সাথে পালন করবে, তাড়া-হুড়ো করে সম্পন্ন করবে না।

* নামাযের বাক্যগুলো থেমে থেমে এবং পরিপাটি করে আদায় করবে। আর দৃষ্টি নামাযের কথা ও অর্থের প্রতি নিবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করবে, যতদূর সম্ভব এদিক সেদিকের ধারণা মনে যেন না আসে।

* নামাযে এদিক সেদিক তাকানো, ইঙ্গিত করা, কথা বলা, কথা শুনা প্রভৃতি এবং অপ্রয়োজনীয় নড়া-চড়া করা নিষেধ।

* নামায আদায় করার সময়ে কোন কিছুর ওপরে ঠেস্ দেয়া নিষেধ। আর এক পায়ের ওপরে ভর করে দাঁড়ানোও উচিত নয়।

* সর্বদা চৌকষ ও সতর্কতার সাথে নামায আদায় করবে, অলসতা ও দুর্বলতার সাথে নয়।

* বা-জামা'ত নামায পড়ার সময়ে ইমামের আগে কোন কিছু করবে না বরং পরিপূর্ণভাবে ইমামের অনুসরণ করবে।

* নামায শেষ হয়ে গেলে সাথে সাথে উঠে যাবে না বরং কিছু সময় 'যিক্‌রে ইলাহী'-এর (অর্থাৎ তসবীহ, তাহমীদ, তকবীর, দরূদ, ইস্তেগফার ইত্যাদির– অনুবাদক) মধ্যে কাটাবে।
* যদি কেউ নামায পড়ে তাহলে তার নিকটে চিল্লাচিল্লি বা উচ্চ শব্দে কথা বলা নিষেধ।
* নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করবে।
* নামাযে জুমুআর পূর্বে চুপ-চাপ করে খুতবা শুনবে। যদি কাউকে চুপ করাতেও হয় তাহলে ইঙ্গিতে তাকে চুপ করাবে। খুতবার সময়ে ধূলা-বালি ও কঙ্কর দ্বারাও খেলবে না কেননা, খুতবাও জুমুআর ফরয নামাযের অংশ বিশেষ।

## খাবার আদব-কায়দা

* হাত ধুয়ে পরিষ্কার করে আসবে। যদি খাবার রুমাল মজুদ থাকে তাহলে নিয়মিত পদ্ধতিতে কোলের ওপরে তা বিছিয়ে নাও যেন তরকারীর ঝোলের ফোটা বা খাবার কোন জিনিষ তোমার কাপড়ে না লাগে।
* খাবার আরম্ভ করার আগে-**'বিসমিল্লাহে ওয়া 'আলা বারাকাতিল্লাহ্**-পড়ো।
* ডান হাত দিয়ে খেতে আরম্ভ করো আর সবটা হাতে খাবার যেন না লাগে।
* খাবার গ্রাস ছোট করে নাও। মুখ বন্ধ করে আস্তে আস্তে বরং খুব ভাল করে চিবিয়ে খাও। খাবার চিবাতে শব্দ করবে না।
* মুখের মধ্যে গ্রাস পুরতে গিয়ে মুখ যেন বেশী না খোলে।
* প্লেটে খাবার নেবার সময়ে তোমার সামনে থেকে যা পাও প্লেটে নিয়ে নাও; এমন না হয় যে, পসন্দ মত জিনিষ যেমন, মাংসের বড় টুকরো ইত্যাদি বেছে বেছে নেয়া শুরু করো।
* প্রাথমিকভাবে প্লেটে সামান্য খাবার নাও। প্লেট ভরে খাবার নিও না। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আরও নিতে পারো।
* প্লেটে ততটা খাবার নাও যতটা তুমি খেতে পারো। প্লেটে খাবার যেন বেঁচে না যায় বরং নিঃশেষ করে খাও।

* যদি খাবার পরিমাণে কম হয় তাহলে অন্যদের প্রতি দৃষ্টি রেখে পরিমিত পরিমাণে খাবার নাও।

* খুব বেশী করে খাবার খেও না। প্রয়োজন মত খাও আর কিছু খিদে রেখে খাও।

* অনেক বেশী নত হয়ে খেতে নেই।

* যদি খাবার সময়ে তুমি চামচ, কাঁটা-চামচ প্রভৃতি ব্যবহার করো তাহলে খেয়াল রাখবে যেন শব্দ সৃষ্টি না হয়।

* পানি পান করার সময়ে এক শ্বাসে পানি পান করা উচিত নয় বরং আরামের সাথে ২/৩ শ্বাসে পান করো। আর পানি পান করার পরে 'হা' করে শব্দ করবে না।

* যদি খাবার আরম্ভ করতে গিয়ে **বিসমিল্লাহ্** বলতে ভুলে গিয়ে থাকো তাহলে খাবার সময়ে যখনই মনে পড়ে তখন **বিসমিল্লাহে আত্তওয়ালুহূ ওয়া আখেরুহূ** পাঠ করো।

* যখন খাবার শেষ করো তখন পড়ো **আল্ হামদুলিল্লাহিল্লাযী আত্ব'অমানা ওয়া সাকানা ওয়া জা'আলানা মিনাল মুসলেমীন**।

* যদি খাবার সময়ে রুমাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে খাবার শেষ করার পরে উহাকে ভাঁজ করে মুখ ও হাত পরিষ্কার করে উহাকে রেখে দাও। হাত ধুয়ে নাও ও কুলি করে ফেল।

* খাদ্যের মধ্যে মিঠা, ঝাল ও গরম মসলা যেন অধিক না হয়।

* বেশী গরম খাবার খাওয়া উচিত নয়। আর খুব গরম চা বা দুধও নয়।

* এমনিভাবে খুব বেশী ঠান্ডা পানিও ব্যবহার করবে না।

**যদি সম্মিলিতভাবে খাবার খাওয়া হয় তাহলে........................**

* যখন তুমি খেতে আস তখন খাবার জন্যে বসে আছে এমন লোকদেরকে **আস্সালামু আলায়কুম** বলো।

* যখন ডিস থেকে কোন খাবার বা জগ থেকে পানীয় পানি প্রভৃতি তুমি নাও তখন এ কথা খেয়াল রাখবে যে, ডিস বা জগটি পুনরায় নির্ধারিত স্থানে যেন রাখা হয়। তোমার নিকটেই যেন রাখা না হয়। তাহলে অন্যদের জন্যে অসুবিধার সৃষ্টি হবে।

* যদি প্রার্থিত ডিশ বা জগ ইত্যাদি তোমার নাগালের বাইরে হয় তাহলে খাড়া হয়ে হাত বাড়িয়ে ওটাকে নেবার জন্যে চেষ্টা করবে না বরং উহা যার নিকটে রয়েছে তাকে ওটা পৌঁছে দেবার জন্যে অনুরোধ করবে।
* খাবার সময়ে কম কথা বলার চেষ্টা করবে। যদি কথা বলতেই হয় তাহলে গ্রাস চিবুতে চিবুতে কথা বলবে না, বরং গ্রাস খেয়ে নিয়ে তবে কথা বলবে।
* যদি তোমার সাথে সম্মানিত লোক খেতে বসে তাহলে তার খাবার আরম্ভ করার পরে তুমি খেতে আরম্ভ করো। আর খাবার শেষ করেও তাঁর জন্যে অপেক্ষা করো। যদি তাড়াতাড়ি করতে হয় তবে অনুমতি নিয়ে উঠে পড়ো।
* যদি ডাইনিং টেবিলে খাবার দেয়া হয় তাহলে বসতে গিয়ে নেহায়েৎ আরামের সাথে চেয়ার না হেঁচড়িয়ে নিজ স্থানে রেখে বসে পড়ো এবং যখন খাবার খেয়ে উঠে যাও তখন চেয়ারকে স্বাচ্ছন্দ্যে টেবিলের নিচে ঢুকিয়ে দাও যেন অন্যদের জন্যে যাতায়াতে বাধার সৃষ্টি না হয়।
* যদি কেউ খাবার খেতে থাকে তাহলে তার দিকে তাকানো থেকে বিরত থাকবে।
* যদি কোন দাওয়াতে একাকী কাউকে ডাকা হয় তাহলে একাকীই যাওয়া উচিত।
* বিনা দাওয়াতে কখনও কোথাও যাবে না।

## সভার আদব-কায়দা

* সভাতে খাওয়ার সময় বা উঠে আসার সময় **আস্‌সালামু আলায়কুম** বলবে।
* যদি সভায় বসার জায়গা প্রশস্ত হয় তাহলে প্রশস্ত হয়ে বসো; কিন্তু প্রয়োজনের সময়ে চাপা-চাপি করে অন্যের বসার স্থান করে দাও।
* সভাতে কাউকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসা উচিত নয়।
* সভাতে যেখানেই স্থান পাওয়া যায় সেখানেই বসে যাও। লোকদের কাঁধের উপর দিয়ে লাফিয়ে সামনের জায়গায় বসার জন্যে চেষ্টা করা উচিত নয়। আর দুই ব্যক্তির মাঝখানে জায়গা করে বসার চেষ্টা করাও উচিত নয়।
* কাঁচা পিঁয়াজ, রশুন বা কোন দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস খেয়ে সভাতে যাবে না।

* যদি ভারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির পক্ষ থেকে সভাস্থল ত্যাগ করার জন্যে বলা হয় তাহলে মনে কষ্ট না নিয়ে আনুগত্য ও আদেশ পালন করে সেখান থেকে উঠে চলে যাওয়া উচিত।

* যদি কোন ব্যক্তি সভা থেকে উঠে যায় এবং পরে ফিরে আসে তাহলে তিনি তার স্থান পাবার বেশী অধিকার রাখেন এবং যে-ব্যক্তি উঠে যায় তার উচিত তিনি যেন নিজ স্থানে চিহ্ন হিসেবে রুমাল প্রভৃতি রেখে যান যেন অন্যেরা বুঝতে পারেন যে, তিনি আবার ফিরে আসবেন।

* সভাতে কানা-ঘুষা করা উচিত নয়। যদি প্রয়োজন হয় তবে অনুমতি নিয়ে এবং আলাদা স্থানে গিয়ে দুই ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে কথোপকথন করতে পারে।

* সভাতে নির্ধারিত বক্তার কথা চুপ করে ও মনোযোগ দিয়ে শুনবে। কথার ওপরে কথা বলবে না। কটাক্ষ করে চিৎকার (Hooting) করা ঠিক নয়।

* সভায় বেশী বেশী প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা দরকার; এমন কি অযথা প্রশ্নও করবে না।

* সভায় কারও দোষ-ত্রুটি বলবে না। নিজের দোষক্রুটির আবরণও উন্মোচন করবে না।

* যদি সভায় কারও উপরে অন্যায়ভাবে দোষারোপ করা হয় তাহলে এর জবাব দেয়া কর্তব্য।

* সভায় আল্লাহ্ এবং পুণ্য কথার উল্লেখ অবশ্যই করবে। হাস্যোজ্জ্বল হালকা কৌতুকপূর্ণ কথা বলবে যেন লোকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

* সভায় যখন একটি বিষয়ের সমাধান হয়ে যায় তখন অন্য বিষয় উপস্থাপন করবে।

* বিনা কারণে অপারগতায় সভা থেকে উঠে যাবে না। কেননা, এরূপ ব্যক্তি কখনও কখনও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

* যদি সভা ছেড়ে বাইরে যেতে হয় তাহলে সভার সভাপতির অনুমতি নিয়ে যাবে।

* যদি সভায় কোন কিছু বন্টন করতে হয় তাহলে ডান দিক থেকে বন্টন শুরু করবে।

* সভায় বসে ঢেকুর উঠানো, হাই তোলা, ঘুমানো ও বায়ু নির্গত করা থেকে বিরত থাকবে। যদি কারও নিকট থেকে এসব করার ভাব প্রকাশ পায় তাহলে এতে হাসাহাসি করবে না।

* সভায় সর্বদা উত্তম স্থানে বসার চেষ্টা করবে।

* সভায় যাবার সময়ে খেয়াল রাখবে যে, তুমি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করেছো কিনা।

* এরূপ সভায় আগ্রহের সাথে যোগদান করো যেখানে সম্মানিত ও পুণ্যবান লোকদের সাহচর্যে বসার সৌভাগ্য লাভ হয়।

* এমন সভা যেখানে আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও আদেশাবলীকে অস্বীকার ও হাসি-বিদ্রূপ করা হয় সেখানে বসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐসব লোক অন্য কথায় নিয়োজিত হয়।

## স্কুলে ও পড়াশুনার আদব-কায়দা

* সময়মত স্কুলে পৌঁছবে। ঘর থেকে রওয়ানা দেবার সময়ে অনুমান করে নাও যে, রাস্তায় যতটা সময় লাগবে তাতে তুমি দেরীতে তো পৌঁছুবে না।

* পড়ার সময়ে তোমার পুস্তককে চোখ থেকে এক ফুটের অধিক কাছে আনবে না।

* শুয়ে শুয়ে এবং খুব বেশী নুয়ে লেখা-পড়া থেকে বিরত থাকবে। এভাবে হেলে দুলেও পড়বে না।

* কলম, পেন্সিল, পয়সা প্রভৃতি মুখে পুরে দেবার অভ্যেস হওয়া ঠিক নয়।

* যদি পড়াশুনার পরে অধিকাংশ সময়ে মাথা ধরে বা ব্লাক বোর্ডের লেখা দেখা না যায় তাহলে চোখের ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করো।

* রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে পত্র-পত্রিকা বা পুস্তকাদি পাঠ করবে না।

* স্লেটের লেখা থু থু দ্বারা মুছার পরিবর্তে ভিজে কাপড় বা পানি দ্বারা মুছে ফেলো।

* লেখার সময়ে কলম ঝট্ করে আশে পাশের জিনিষ-পত্রের ওপরে ঝাঁকি দিয়ে চারিদিকের জিনিষের ওপরে দাগ ফেলবে না।

* স্কুলে নিজের সহপাঠিদের সাথে 'তুই' 'তোকারী' সম্বোধন করে কথা বলা ও গালি-গালাজ করা থেকে বিরত থাকো।
* পড়াশুনা করতে গিয়ে অবশ্যই পরিশ্রম করো কিন্তু কেবল বই-এর পোকা বনেও যেও না। পাঠ্য-বিষয়ের বাইরের কর্মকান্ডেও অংশগ্রহণ করবে।
* শিক্ষকের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করো।
* পড়াশুনার সময়ে সাধারণ কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকবে।
* ইহা স্মরণ রাখবে যে, পত্র-পত্রিকা ও জ্ঞান বিষয়ক সাময়িকী তোমার জ্ঞান বৃদ্ধির কারণ হয়। ওগুলোকে অবশ্যই পাঠ করবে।
* কারও পুস্তক, চিঠি-পত্র ও কাগজ-পত্র তার অনুমতি ব্যতিরেকে পড়বে না।
* তোমার নিকট নোট বুক রাখো যার মধ্যে দরকারী ও উপকারী কথাবার্তা লিখে রাখবে।
* তোমার ক্লাসে বা অন্য যে কোন স্থানে লেকচার বা বক্তৃতা চুপ করে ও মনোযোগ সহকারে শুনবে।
* পরিষ্কার ও সুন্দরভাবে লেখার চেষ্টা করো যেন ভালভাবে পড়া যায়। আর সোজা করে লিখবে।
* পুস্তক—পুস্তিকা ও খাতা-পত্রগুলোকে অনর্থক আঁকা-আঁকি ও দাগা-দাগি করে নষ্ট করবে না।
* পিতা-মাতার উচিত, যদি সম্ভব হয় তাহলে তাদের প্রত্যেক সন্তানের বই পুস্তক ও খেলনা প্রভৃতি রাখার জন্যে পৃথক পৃথক আলমারী বা বাক্স প্রভৃতি যেন দেন। আর মাঝে মধ্যে খোঁজ নিতে থাকুন যে, এর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় বা চুরি হওয়া দ্রব্য তো নেই।
* পরীক্ষায় কখনও নকল করবে না। ইহা চুরি ও ধোঁকার শামিল।
* যে কথা জানা নেই ঐ কথা শিক্ষকের কাছ থেকে বা অন্য কোন লোকের কাছে জিজ্ঞেস করতে সংকোচ করবে না।
* বিনা কারণে স্কুলে অনুপস্থিত থাকবে না। আর অনুপস্থিতির জন্যে ছুটি নিবে।
* যদি তোমাদের শহরে লাইব্রেরী / পাঠাগার থাকে তাহলে তোমাকে এর সদস্য হওয়া দরকার।

* যদি কেউ স্কুলের কাজ ঘরে এসে না করে তাহলে সে নিকৃষ্ট শ্রেণীর ছাত্র।
* যদি কেউ স্কুলের কাজ ঘরে এসে করে তাহলে সে মধ্যম শ্রেণীর ছাত্র।
* যদি কেউ স্কুলের কাজ ঘরে এসে করা ছাড়া আরও অধিক পড়াশুনা করে তাহলে সে প্রকৃত অর্থে ছাত্র নামের যোগ্য।
* তোমার বই-পুস্তক ছোট শিশুর হাতে দিও না। আর যদি সে নেবার জন্যে জিদ ধরে তাহলে তাকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী ছবির বই-পুস্তক আনিয়ে দাও।
* তোমার বন্ধুত্ব যোগ্য ও সচ্চরিত্রবান শিশুর সাথে করো।
* লেখা পড়ার সময় আলো যেন তোমার বাম দিকে থাকে আর আলো যদি তোমার চোখ ছাড়া বই-এর ওপরে পড়ে তাহলে কল্যাণজনক।
* পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে তোমার শিক্ষকবৃন্দ ও অন্যান্য অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন লোকদের পরামর্শ মোতাবেক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করো।
* তোমার পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর নিকট অবশ্যই দোয়ার পত্র লিখবে এবং তাঁকে ফলাফলও অবহিত করবে।
* ক্লাস রুমে প্রবেশ করার সময় **আস্‌সালামু আলায়কুম** বলো।
* সর্বদা ইউনিফরম (স্কুলের বিশেষ পোষাক) পরে স্কুলে যাবে এবং ইহা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে।
* স্কুল ও ক্লাস রুমের পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য বজায় রাখতে সহায়তা করো। তুমি পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য বিনষ্টকারীতে পরিণত হয়ো না।

## ঘরের আদব-কায়দা

* তোমার ঘরের পরিবেশ এমন হোক যেন পরিবারের সবাই সেখানে গেলে স্বস্তি লাভ করে।
* পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্যান্য লোকদের সাথে ভাল ব্যবহার করো। পরস্পরের সম্পর্ক অতীব প্রীতিপূর্ণ ও ভালবাসার হোক।
* ঘরের লোকজন পরস্পরে কথা-বার্তা বলার সময়ে 'তুই' 'তোকারী' থেকে বিরত থাকবে। পদ-মর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখবে। একে অন্যের প্রতি কু-

ধারণা থেকে বিরত থাকবে। ছোট বড়দের প্রতি আনুগত্য করবে আর বড়রা ছোটদের সাথে করবে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার। পরিবারের অন্যান্যরা বন্ধুদের ও অন্যান্য সাক্ষাৎকারীদের সাথেও উত্তম আচরণ করবে।

* ঘরের মধ্যে **আস্‌সালামু আলায়কুম, জাযাকুমুল্লাহ্, মাশাআল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্, আল্‌হামদুলিল্লাহ্,** প্রভৃতি বাক্যগুলোর প্রচলন করো।

* তোমার ঘর ও এর পরিবেশকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো।

* ঘরে সকাল সকাল ঘুমানো ও সকাল সকাল ঘুম থেকে জাগার রীতি প্রচলন করো।

* তোমার ঘরে সকাল বেলা কুরআন করীম তেলাওয়াতের প্রচলন করো।

* মসজিদে বা-জামাত নামায পড়া ছাড়াও ঘরে সুন্নত ও নফল নামায পড়া উচিত। যেসব লোক মসজিদে যেতে না পারে তারা এবং মহিলাগণ ঘরে সময় মত নামায পড়ার আয়োজন করবে। যারা মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে পারে ঘরের দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও মহিলাগণ তাদেরকে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

* রাতে বিছানায় শুতে যাওয়ার পূর্বে ওযূ করা সুন্নতে রসূল (সাঃ)।

* রাতে শোবার আগে বিছানা ঝাড় দিয়ে নিবে। এশার নামাযের পূর্বে ঘুমুতে যাওয়া ঠিক নয়। আর এশার নামাযের পরে অযথা কথা-বার্তা বলা উচিত নয়।

* প্রত্যেক দিন কমপক্ষে একবার দাঁত মাজার অভ্যেসকে স্থায়ী করো।

* ঘরেও রুচিশীল পোষাক-পরিচ্ছদ পরার ব্যবস্থা করবে।

* যদি কোন মেহমান আসেন তাহলে আন্তরিকতার সাথে তাকে আপ্যায়ন করো। কিন্তু সীমার বাইরে খরচ করবে না।

* যদি তুমি কোন বাড়ীতে যাও তবে ঠিক দরজার সামনে দাঁড়াবে না এবং দরজার ছিদ্র দ্বারা ভিতরে উঁকি মারবে না বরং দরজার এক পাশে দাঁড়িয়ে অনুমতি নিবে। আর দরজায় জোরে জোরে কড়াঘাত করবে না বা অবিরত ঘন্টা বাজাবে না।

* যদি বিরতি দিয়ে দিয়ে ৩বার ডেকেও সাড়া না পাওয়া যায় তাহলে রাগ না করে চলে আসবে।

* যে ছাদে রেলিং নেই ওরূপ ছাদে ঘুমুবে না। আর ছাদের রেলিং এর ওপরে বসবে না।
* নিজের বাড়ী-ঘর, নিজের কামরা এবং নিজের ব্যবহার্য জিনিষ-পত্র সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে।
* নিজেদের ঘরের সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব নষ্ট করবে না, হোক না তা ভাড়াটে।
* তোমার ঘরে, অন্যান্য ঘরে এবং দেয়ালে পোষ্টার লাগানো এবং অযথা কথা-বার্তা লেখা থেকে বিরত থাকো।
* ঘরের দেয়াল ও ফরাশ/কার্পেট থু থু বা পানের পিক দ্বারা নষ্ট করবে না।
* তোমার ঘরের ময়লা আবর্জনাগুলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে না রেখে অবশ্যিই একটি ঝুড়িতে রাখো। আর সবখানে ময়লার ঝুড়ি রাখাও ঠিক নয়।
* বাথ রুমে বসে তুমি কারও সাথে কথা-বার্তা বলবে না।
* পিতা-মাতার উচিত তারা যেন ঘরকে পূরোপূরি চাকর-বাকর ও ছেলে-পেলেদের দায়িত্বে অর্পণ না করেন এবং ঘরের কাজের লোকদের ক্ষমতার বাইরে কাজের বোঝা না চাপান।
* ঘরের লোকজনেরা পরস্পরের ব্যক্তিগত জীবনকে যেন সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে যেমন, একে অপরের বিনা অনুমতিতে চিঠি-পত্র বা ডাইরী না পড়া।
* তোমার ঘরে গানের ক্যাসেট লাগানোর পরিবর্তে নযম ও ভাল কবিতার ক্যাসেট লাগাবে।
* পিতা-মাতারা তাদের শিশুদেরকে সাথে নিয়ে টিভি-এর প্রোগ্রাম দেখার চেষ্টা করুন। আর প্রোগ্রামের ভাল ও মন্দ দিকগুলো পর্যালোচনা করতে থাকুন।
* তোমরা ভাই-বোন ও সঙ্গীদের সাথে এমনভাবে হাসি-ঠাট্টা করবে না যাতে তাদের মন খারাপ হয়।
* সর্বদা ভ্রুকুঞ্চন করে রাখা থেকে বিরত থাকবে। আর নিরানন্দ মানুষ না হওয়ার চেষ্টা করবে।
* ঘরের কথা-বার্তা যতদূর সম্ভব অন্যদের নিকট বলা থেকে বিরত থাকবে।
* তোমাদের ঘরের মধ্যে হট্টগোল করে অথবা অন্য কোনভাবে প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবে না।

* তোমার ঘরের মধ্যে এরূপ কোঠা বা স্থান নির্দিষ্ট করে নিবে যেখানে কেবল খোদাতা'লার ইবাদত করা যায়।

* পিতা-মাতা নিজেদের শিশুদেরকে ভাল ভাল কাহিনী এবং ঘটনাবলী অবশ্যিই শুনাবেন যা শিক্ষণীয় বিষয়রূপে কাজ করে।

* ঘরে প্রবেশ করার সময়ে এই দোয়া পাঠ করবে--**আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌য়ালুকা খায়রাল মাওলিজি ওয়া খায়রাল মাখরাজি-বিসমিল্লাহে ওয়ালাজনা ওয়া 'আলাল্লাহে রাব্বিনা তাওয়াক্কালনা** (অর্থ- হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি ঘরে আসার সময়ে এবং ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ে তোমার নিকট কল্যাণ যাচ্‌না করি। আল্লাহ্‌র নামে আমরা প্রবেশ করি ও আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র ওপরেই ভরসা করি)।

* ঘর থেকে বের হবার সময়ে দোয়া--**বিস্‌মিল্লাহে তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহে ওয়ালা হাওলা ওয়াল কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্--আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবেকা আন আযিল্লা আও উযাল্লা আও আযলিমা আও উযলামা আও আজহালা আও ইউজহালা 'আলাইয়্যা**--(অর্থ-আমি আল্লাহ্‌র নামে ঘর থেকে বের হচ্ছি। আল্লাহ্‌র ওপরে ভরসা করি আর আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি ব্যতিরেকে পাপ থেকে মুক্তিলাভ ও পুণ্য করার শক্তি রাখি না। হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি এই বলে যে, আমি যেন পথভ্রষ্ট না হই বা আমাকে যেন পথভ্রষ্ট না করা হয় বা আমি যেন অত্যাচার না করি বা আমার ওপরে যেন অত্যাচার না করা হয় বা আমি যেন মূর্খতা না করি বা কেউ যেন আমার সাথে মূর্খতা না করে)।

## রাস্তায় চলার আদব-কায়দা

* রাস্তায় দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান বা বসা থেকে বিরত থাকো।

* রাস্তায় আবর্জনা-ময়লা বা কষ্ট প্রদানকারী কোন জিনিষ নিক্ষেপ করবে না বরং যদি কোন কষ্টদায়ক জিনিষ যেমন, কাঁটা, হাড় বা ফল-ফলাদির খোসা রাস্তায় দেখা যায় তাহলে ইহা সরিয়ে দেবে।

* রাস্তায় চলার সময়ে আগেই **সালাম** করো। যান-বাহনে বসে আছেন এমন ব্যক্তি হেঁটে চলেছেন এমন ব্যক্তিকে আর হেঁটে চলেছেন এমন ব্যক্তি বসে আছেন এমন ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে আগে সালাম করবে।

* কেউ রাস্তা সম্বন্ধে জানতে চাইলে তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিবে।
* হাঁটা-চলার মধ্যে কোন কিছু খাওয়া থেকে বিরত থাকবে।
* রাস্তায় বা ছায়া ঘেরা গাছের নিচে প্রস্রাব-পায়াখানা থেকে বিরত থাকবে।
* রাস্তায় কান হাতিয়ার নিয়ে এভাবে চলাফেরা করবে না যাতে কোন পথিকের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
* যদি রাস্তায় কারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় তখন তাকে সাহায্য করা উচিত।
* রাস্তায় চলতে গিয়ে যদি উচ্চে উঠতে থাকো তাহলে **আল্লাহ্ আকবর** বলবে এবং যদি নীচে নামতে থাকো তখন **সুব্‌হানাল্লাহ্** বলবে।
* যতদূর সম্ভব খালি মাথায় ও খালি পায়ে রাস্তায় চলা থেকে বিরত থাকবে।
* গলি ও বাজারের মধ্যে দেয়ালের খুব নিকট দিয়ে চলবে না, আল্লাহ্ না করুন কোন নর্দমার পানি তোমার কাপড়-চোপড় খারাপ করে দিতে পারে।
* রাস্তায় চলার সময়ে বা সভাতে বসাকালীন সময়ে লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করার অভ্যেস করবে না।
* জামার বুতাম বুক পর্যন্ত খুলে রেখে এবং কারও সাথে গলাগলি বেঁধে রাস্তায় চলবে না।
* রাস্তায় চলার সময়ে তোমার জুতো বা পা হেঁচড়িয়ে বা মাটিতে ঘষে ঘষে চলবে না।

## ভ্রমণের আদব-কায়দা

* চেষ্টা করা উচিত যেন দিনের প্রথমভাগে ভ্রমণ করা হয় এবং বৃহস্পতিবার দিন থেকে ভ্রমণ আরম্ভ হয় আর রওয়ানা দেবার সময়ে ইজতেমায়ী (সম্মিলিতভাবে) দোয়া করা হয়।
* **বিসমিল্লাহ্** বলে যান-বাহনে চড়বে। ৩ বার তকবীর বলে এ দোয়া করবে-**সুব্‌হানাল্লাযী সখ্‌খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহূ মুকরিনীনা ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনকালিবূন**-(অর্থ- তিনি পবিত্র, যিনি আমাদের সেবায় ইহাকে নিয়োজিত করেছেন অথচ আমরা একে আয়ত্তাধীন করতে সক্ষম ছিলাম না। আর নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পানে ফিরে যাবো)।
* ভ্রমণের মধ্যে যদি কোন উঁচু জায়গা আসে বা উঁচু জায়গায় উঠতে হয় তাহলে **আল্লাহ্ আকবর** বলবে আর যদি উঁচু থেকে নিচুতে নামতে হয় তাহলে **সুব্‌হানাল্লাহ্** বলবে।

* ভ্রমণের সময়ে দোয়া করতে থাকা উচিত। কেননা, ভ্রমণকারীর দোয়া অধিক কবুল হয় থাকে।

* রাতের বেলা যতদূর সম্ভব একাকী ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকবে।

* যদি ভ্রমণে ৩ বা ৩ থেকে অধিক লোক সমবেত হয় তাহলে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর নির্ধারিত করে নিবে।

* ভ্রমণকালীন সময়ে তোমার সঙ্গীদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে এবং তাদের সাহায্য করবে।

* যে উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা হয়েছে যদি তা পূরণ হয়ে যায় তাহলে শীঘ্র ফিরে আসবে।

* ভ্রমণকালীন সময়ে নামায 'কসর' (সংক্ষিপ্ত) করে পড়বে।

* সড়ক বা রেলের লাইন পার হবার সময়ে ডানে বা বামে দেখে নিবে কোন গাড়ী, মটর প্রভৃতি আসছে কি না।

* রেল, বাস প্রভৃতিতে ভ্রমণের সময়ে মাথা, হাত প্রভৃতি গাড়ীর ভিতরেই রাখবে, বাইরে রেখে বসবে না; চলতি গাড়ীতে ওঠার চেষ্টা করবে না, আর ঐ সময়েও নয় যখন উহা পুরোপুরি থামে নি।

* যদি ভ্রমণে কারও অতিথি হতে হয় তাহলে সময়মত তাকে খবর দিবে।

* ভ্রমণে তোমার জিনিস-পত্রের প্রতি অমনোযোগী হবে না। যদি সম্ভব হয় তাহলে ভ্রমণ থেকে ফিরে আসার খবর আগেই তোমার বাড়ীতে পৌঁছাবে।

* ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে এ দোয়াটি পাঠ করো–**তায়েবূনা আয়েবূনা 'আবেদূনা লে রব্বিনা হামেদুন**–(অর্থ-আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, উপাসনাকারী এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী)।

* ভ্রমণে যাওয়ার আগে নিজের সমস্ত মালামালের ওপরে নাম ও ঠিকানা লিখিত স্লিপ লাগিয়ে নাও এবং মালামাল গুণে নোট বুকে লিখে নাও।

* বিনা টিকিটে ভ্রমণ করবে না; এমন কি নিম্ন শ্রেণীর টিকিট নিয়েও ওপরের শ্রেণীতে ভ্রমণ করবে না।

* ভ্রমণের সময়ে তোমার নিকট কত টাকা আছে বা কোথায় রেখেছো তা কাউকে বলবে না। চোর ও পকেট মার থেকে সাবধান থাকবে।

* (ভ্রমণের সময়ে অপরিচিত কোন লোকের নিকট থেকে কিছু খাওয়া উচিত নয় বা লোভে পড়ে কম মূল্যে বেশী মূল্যের জিনিষ কেনা উচিত নয়। - অনুবাদক)।

# মসজিদের আদব-কায়দা

* পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড় পরিধান করে মসজিদে যাওয়া উচিত।
* মসজিদে প্রবেশ করার সময়ে প্রথমে ডান পা দিবে এবং মসজিদে প্রবেশ করার দোয়া পাঠ করবে-**বিসমিল্লাহেস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু 'আলা রসূলিল্লাহে আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী যুনূবী ওয়াফ্‌তাহ্‌লী আবওয়াবা রহমাতিকা**
* মসজিদে প্রবেশ করে উপস্থিত নামাযীদেরকে যথাযথ আওয়াজে **আস্‌সালামু আলায়কুম** বলবে।
* যদি সময় থাকে তাহলে মসজিদে প্রবেশ করে ২ রাকা'আত 'তাহ্‌ইয়্যাতুল মসজিদ'-এর নফল নামায পড়বে।
* রসুন, পিঁয়াজ, মূলা বা অন্য কোন দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খেয়ে মসজিদে আসবে না। মসজিদে থুথু ফেলা, নাক পরিষ্কার করা বা এ ধরনের অন্য কোন কাজ করা যেহেতু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পরিপন্থী, তাই নিষেধ।
* মসজিদকে সর্বপ্রকার নোংরা-ময়লা থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধময় রাখবে।
* মসজিদে দলবদ্ধ হয়ে বসবে না। মসজিদে চুপ করে যিক্‌রে ইলাহী করতে থাকবে এবং ধর্মের আওতা বহির্ভূত কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকবে; এমন কি কোন কথা বলার দরকার হলে আস্তে বলবে যাতে অন্যদের ইবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।
* নামাযীদের সামনে দিয়ে যাতায়াত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
* মসজিদে প্রবেশ করে সামনের সারি পুরো করবে। যদি তুমি পরে এসে থাকো তাহলে অন্যান্য লোকের মাথা ও কাঁধের ওপর দিয়ে লাফিয়ে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করবে না বরং যেখানেই স্থান পাওয়া যায় সেখানেই বসে পড়বে।
* মসজিদে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া ও তাঁর ইবাদত করা থেকে কাউকে বারণ করা উচিত নয়।
* মসজিদে নির্ধারিত স্থানে জুতো রাখবে। নামায পড়ার স্থানে জুতো পরে হাঁটবে না।
* মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়ে **আস্‌সালামু আলায়কুম** বলবে। বাম পা প্রথমে বাইরে রাখবে। কিন্তু জুতো প্রথমে ডান পায়ে পরবে আর এ দোয়া পাঠ করবে-**বিসমিল্লাহেস্ সালাতু ওয়াস্‌সালামু 'আলা রসূলিল্লাহে আল্লাহুম্মাগ্‌ফিরলী যুনূবী ওয়াফতাহ্‌লী আবওয়াবা ফাযলিকা।**
* যে ব্যক্তি ছোট শিশুদেকে মসজিদে নিয়ে যায় তার উচিত শিশুদের নিজের কাছে বসান এবং নিয়ন্ত্রণ করা যেন অন্যদের ইবাদতে (নামাযে) কোন ব্যঘাত সৃষ্টি না হয়।

## তিফলের আহ্‌াদনামা (প্রতিজ্ঞাপত্র)

**আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকালাহূ ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহূ।**

**ম্যা ও'আদা করতা হোঁ কে দীনে ইসলাম আওর আহ্‌মদীয়্যত কাওম আওর ওয়াতান কি খেদমত কেলিয়ে হারদম তাইয়্যার রাহুঙ্গাঁ, হামেশাহ্‌ সাচ্‌ বোলোঙ্গা, কেসি কো গালি নেহি দোঙ্গা; আওর হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ কি তামাম নসীহতোঁ পর 'আমল করনে কি কোশেশ করোঙ্গা (ইনশাআল্লাহ্‌)।**

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নেই, তিনি এক-অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর দাস এবং রসূল (প্রেরিত পুরুষ)।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, ইসলাম ধর্ম, আহ্‌মদীয়্যত ও জাতি এবং মাতৃভূমির সেবার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকবো। সর্বদা সত্য কথা বলবো। কাউকে গালি দেবো না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ (আইঃ)-এর সকল উপদেশ পালন করতে চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ্‌।

## নাসেরাতের আহ্‌াদনামা (প্রতিজ্ঞাপত্র)

**আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহূ লা শারীকালাহূ ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহূ।**

**ম্যা একরার করতী হোঁ কে আপনে মাযহাব কাওম আওর ওয়াতান কি খেদমত কেলিয়ে হার ওয়াক্ত তাইয়্যার রাহুঙ্গী, নিয সাচ্চাই পর হামেশাহ্‌ কায়েম রাহুঙ্গী, আওর খেলাফতে আহ্‌মদীয়া কে কায়েম রাখনে কেলিয়ে হার কুরবানী দেনেকে লিয়ে তাইয়্যার রাহুঙ্গী (ইনশাআল্লাহ্‌)।**

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নেই, তিনি এক-অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর দাস এবং রসূল (প্রেরিত পুরুষ)।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমার ধর্ম, জাতি ও মাতৃ-ভূমির সেবার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকবো, এমন কি সত্যতার ওপরে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকবো। আর আহ্‌মদীয়া খেলাফতকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সর্ব প্রকার কুরবানী করার জন্যে প্রস্তুত থাকবো, ইনশাআল্লাহ্‌।

# তারানা আতফাল
## (শিশুদের সংগীত)

মেরি রাত দিন বাস এহী এক সদা হ্যায়
কেহ্ ইস আলমে কাওন কা এক খোদা হ্যায়
উসীনে হ্যায় পয়দা কেয়া ইস্ জাহাঁ কো
সাতারোঁ কো সুরাজ কো আওর আসমাঁ কো
ওহ্ হ্যায় এক উসকা নেহী কোই হামসর
ওহ্ মালেক হ্যায় সবকা ওহ্ হাকেম হ্যায় সব পর
নাহ্ হ্যায় বাপ উসকা নাহ্ হ্যায় কোই বেটা
হামেশাহ্ সে হ্যায় আওর হামেশাহ্ রাহেগা
নেহি উসকো হাজত কোই বিবিউঁ কি
যরূরত নেহি উসকো কুছ সাথিউঁ কি
হার এক চিয পর উসকা কুদরত হ্যায় হাসেল
হার এক কাম কি উসকো তাকত হ্যায় হাসেল
পাহাড়োঁ কো উসনেহী উঁচা কিয়া হ্যায়
সমন্দর কো উসনেহী পানি দিয়া হ্যায়
ইয়েহ্ দরিয়া জো চারোঁ তরফ বহ্ রাহে হ্যাঁয়
উসীনে তো কুদরত সে পয়দা কিয়ে হ্যাঁয়
সমন্দর কি মাছ্লি হাওয়া কে পরেন্দে
ঘরেলু চরেন্দে বনোঁকে দরেন্দে
সভী কা ওহী রিয্‌ক পোঁহ্‌চা রাহা হ্যায়
হার এক আপনি মাতলাব কি শায় খা রাহা হ্যায়
হার এক শায়ে কো রোযি ওহ্ দেতা হ্যায় হরদম
খাযানে কভী উস কে হোতে নেহী কম
উওহ্ যিন্দা হ্যায় আওর যিন্দেগী বখশ্‌তা হ্যায়
উওহ্ কায়েম হ্যায় হার এক্ কা আসরা হ্যায়
কোই শায় নযর সে নেহী উসকো মখফী
বড়ি সে বড়ি হো কেহ্ ছোটি সে ছোটি
দিলোঁ কি ছুপি বাত ভী জান্‌তা হ্যায়
বদিউঁ আওর নেকিউঁ কো পাহ্‌চানতা হ্যায়
উওহ্ দেতা হ্যায় বান্দোঁ কো আপনে হেদায়াত
দেখাতা হ্যায় হাথোঁ পে উনকে কারামাত
হ্যায় ফরিয়াদ মযলুম কি সুন্‌নেওয়ালা
সাদাকাত কা করতা হ্যায় ওহ্ বোল বালা
গুনাহোঁ কো বখ্‌শিশ সে হ্যায় ঢাঁপ দেতা
গারিবোঁ কা রহমত সে হ্যায় থাম লেতা
এহী রাত দিন আব তো মেরী সদা হ্যায়
ইয়েহ্ মেরা খোদা হ্যায় – ইয়েহ্ মেরা খোদা হ্যায়।

[হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, আল্ মুসলেহ্ মাওউদ ও খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)]

অর্থ ঃ
রাতদিন আমার ঐ একই আওয়াজ
যে, এ বিশ্ব-জগতের একজন খোদা আছেন।
তিনিই সৃষ্টি করেছেন এ পৃথিবীকে,
তারকারাজীকে, সূর্যকে আর আকাশকে।
তিনি এক-অদ্বিতীয়, নেই তাঁর কোন সঙ্গী,
তিনি কর্তা, সবর উপরে তিনি শাসক।
নেই তার কোন পিতা, নেই কোন পুত্র।
সর্বদাই আছেন আর সর্বদাই থাকবেন।
তাঁর কোন স্ত্রীর প্রয়োজন নেই,
তাঁর কোন সঙ্গীরও প্রয়োজন নেই
প্রত্যেক বস্তুর ওপরে তাঁর শক্তি ও মহিমা বিরাজমান,
প্রত্যেক কাজের শক্তির অধিকারী তিনিই।
পাহাড়গুলোকে তিনিই উঁচু করেছেন।
সমুদ্রকে তিনিই পানি দিয়েছেন
এই যে নদী যা চারিদিকে বয়ে চলেছে,
তিনিই তো স্বীয় শক্তি ও মহিমায় সৃষ্টি করেছেন।
সমুদ্রে মাছ, বাতাসে উড়ন্ত পাখী,
গৃহের পশু, বনের পশু,
সকলকেই তিনি রিয্ক পৌছান,
সকলেই নিজ নিজ চাহিদানুযায়ী খাচ্ছে।
প্রত্যেক জিনিসকে সদা তিনি রিয্ক (জীবিকা) দিচ্ছেন।
তাঁর ভান্ডার কখনও নিঃশেষ হয় না।
তিনি জীবিত ও জীবন দান করেন,
তিনি চিরস্থায়ী সবারই তিনি আস্থাভাজন।
তাঁর দৃষ্টি থেকে কোন কিছু গোপন নয়,
বড় থেকে বড় বা ছোট থেকে ছোট।
অন্তরের গোপনীয় কথাও তিনি অবহিত।
খারাপ ও ভালকে তিনি চিনেন।
তিনি তাঁর দাসদেরকে পথ দেখান,
দেখান তাদের হাতে তাঁর কেরামত (অলৌকিক নিদর্শন)
নির্যাতিতদের সব ফরিয়াদ তিনি শোনেন,
সত্যের বাণীকে তিনি সমুন্নত করেন।
পাপকে ক্ষমা দ্বারা ঢেকে দেন,
গরীবদেরকে দয়া করে শামলিয়ে নেন।
ইহাই রাতদিন এখন আমার আওয়াজ,
এই আমার খোদা-এই আমার খোদা।